Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 62 & 63
April-June & July-Sept. 2020

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক: একটি শার‘ঈ পর্যালোচনা

Human Milk Bank: A Shariah Review

Mahade Hasan*

ABSTRACT

Breast feeding, under Islamic Shariah, establishes the relationship of fosterage between forster mother and foster child. Due to this fosterage, prohibition relating to marriage also comes into existence. Under the canons of Islamic Shariah, a foster child cannot marry his foster mother or grand mother (however high so ever) sister of the foster mother, duaghters of the foster mother and so on. Keeping in view this principle, the author has endeavoured to determine the legality of the establishment of human milk bank with special references to the juristic opinions of Islamic scholars. Several developed states have already established human milk bank and few others have taken this issue into consideration. However, no states belonging to Muslim world adopted any effective measues to establish such bank. The underlying reason is intextricably connected with the juristic opinions regarding the establishment of prohibitory marital relationship due to fosterage. International Fiqh Academy, Islamic Organization for Medical Sciences, Islamic Fiqh Academy and European Council for Fatwa and Research have recently started discussion to decipher the intricacies. This article has critically elucidated the opinions of eminent Islamic jurists to determine the legality of the establishment of human milk bank. The author has demonstrated that jurists, in this regard, are divided in their opinions. One group does not permit it, another group speaks in favour of its permissibility. Moreover, one group allows it in urgent situations however subject to certain conditions. Amidst such divergent juristic views this paper has tried to provide a viable solution.

Keywords: breast feeding; fosterage; human milk storage Islamic shariah.

* Mahade Hasan is a Lecturer, Department of Arabic, University of Dhaka. mahade@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

(মায়ের) বুকের দুধপানের মাধ্যমে দুধমাতা ও দুধপানকারীর মাঝে দুধপান সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যা ইসলামী শরী‘আতের আলোকে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত করে। সুনির্দিষ্টভাবে যে শিশু কোন মহিলার দুধপান করেছে, সে ঐ মহিলা বা তাঁর মা, নানী, বোন, কন্যা প্রমুখকে বিয়ে করতে পারবে না। এই নীতির উপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হালাল হওয়া-না হওয়ার বিষয়ে বিজ্ঞ ফকীহদের দালিলিক ব্যাখ্যাসহ অভিমতসমূহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বের কোন কোন দেশ ইতোমধ্যেই এটি প্রতিষ্ঠা করেছে, কোন কোন দেশ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনায় এনেছে; কিন্তু মুসলিম বিশ্ব এখনো এ বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ নেয়নি। কেননা, হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক থেকে সরবরাহ করা দুধপানের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে শার‘ঈ নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় কি না, এ বিষয়ে সঠিক ফিকহী বিশ্লেষণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ একাডেমি, ইসলামিক অর্গানাইজেশন ফর মেডিকেল সায়েন্সেস, ইসলামিক ফিকহ একাডেমি ও ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ আলোচনা শুরু করেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বনে বিজ্ঞ ফকীহদের অভিমতসমূহের আলোকে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হালাল হওয়া-না হওয়ার বিষয়টি যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, কারো মতে তা হারাম, কারো মতে জায়িয আর কারো মতে জরুরী অবস্থায় শর্তসাপেক্ষে জায়িয। প্রবন্ধের শেষভাগে অভিমতগুলোর ওপর আলোচনার পাশাপাশি নানা সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দান করত একটি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দগুচ্ছ : স্তন্যদান; দুধ সম্পর্ক; মাতৃদুগ্ধ-সংরক্ষণাগার; ইসলামী শরী‘আহ।

ভূমিকা

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক (মাতৃদুগ্ধ সংরক্ষণাগার) বর্তমান সময়ের বহুল প্রচলিত একটি ধারণা। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে আলোচনায় উঠে আসলেও এই ধারণাটি বেগ পায় সত্তরের দশকে। আশির দশকে বিভিন্ন মরণঘাতী ভাইরাস-ইনফেকশনের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে ধারণাটি সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার গতি অনেকটা মন্থর হয়ে পড়ে। নব্বই-এর দশকে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক-এর নিরাপত্তা ও সুবিধাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণাদি প্রকাশের পর আবার জনমনে এ ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হয়। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে বেশকিছু হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক গড়ে উঠেছে, যা শিশুদের চাহিদানুযায়ী মাতৃদুগ্ধ সরবরাহ করার কাজে নিয়োজিত আছে। তবে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার সাথে ইসলামী শরী‘আতের খুবই গুরুত্বপুর্ণ ও স্পর্শকাতর কিছু বিধানের সম্পৃক্ততা রয়েছে। সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য বিধানটি হচ্ছে-

যেসব মহিলা অন্য মায়ের সন্তানকে দুধপান করাবে, তাদের সাথে ঐ শিশুদের দুধ মা ও দুধ সন্তানের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। ইসলামী শরী‘আতের আলোকে এখানে حرمة الرضاعة -এর বিষয়টি জড়িত। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
>
> তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাতিজী, ভাগ্নী, তোমাদের সেই সকল মা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের প্রতিপালনাধীন সৎ কন্যা, যারা তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত যাদের সাথে তোমরা নিভৃতে মিলিত হয়েছো। তোমরা যদি তাদেও সাথে নিভৃত-মিলন না করে থাকো (এবং তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও বা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়) তবে (তাদের কন্যাদের বিবাহ করাতে) তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও তোমাদের জন্য হারাম এবং এটাও হারাম যে, তোমরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করবে। তবে পূর্বে যা হয়েছে, তা ব্যতীত। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (Al-Qurān, 4:23)।

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, সেই শ্রেণিগুলো উল্লেখ করেছেন। এখানে দুধপান করার কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম, তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া-না হওয়ার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এজন্য এ বিষয়ে সমসাময়িক বিজ্ঞ ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। মতানৈক্যের ভিত্তি, মাসালিহ মুরসালাহ (জনস্বার্থ) ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে এই প্রবন্ধে ইসলামী শরী‘আতের দৃষ্টিতে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক হালাল হওয়া-না হওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Research Objectives)

১. রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ, ধরণ, প্রেক্ষাপট, পদ্ধতি ও সময় প্রসঙ্গে প্রাথমিক যুগের ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করা।

২. রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া প্রসঙ্গে প্রাথমিক যুগের ফকীহগণের অভিমতের উপর ভিত্তি করে আধুনিক যুগের ফকীহগণের মতামত বিশ্লেষণ।

৩. সমকালীন বহুল আলোচিত ধারণা ‘‘হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক” প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সমসাময়িক ফকীহগণ ও চিকিৎসাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত ফিকহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত তুলে ধরা।

৪. বিদ্যমান প্রেক্ষাপাট বিবেচনা করে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হালাল হওয়া-না হওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই করা।

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

অত্র প্রবন্ধে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে বর্ণনামূলক-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Descriptive-Analytical method) অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিদ্যমান গ্রন্থপঞ্জি থেকে রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে আল-কুরআন, বিশুদ্ধ হাদীসের দলিলের পাশাপাশি বিজ্ঞ ফকীহদের অভিমতসমূহ তুলে ধরার জন্য দ্বৈতয়িক উৎস (গ্রন্থ, জার্নাল, বুক রিভিউ, গবেষণাপত্র ইত্যাদি) থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। তারপর হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার হুকুম বিষয়ে বিদ্যমান অভিমতসমূহ বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।

পূর্বপাঠ পর্যালোচনা (Literature Review)

১. مجلة مجمع الفقه الإسلامي **(মাজাল্লাহ মাজমা’ আল-ফিকহ আল-ইসলামী)** ১৪০৬ হিজরী সনের ১০-১৬ রবিউস সানি মোতাবেক ১৯৮৫ ঈসায়ী সনের ২২-২৮ শে ডিসেম্বরে সৌদি আরবের জিদ্দায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার ২য় সম্মেলনে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত এই মাজাল্লাহতে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে সিদ্ধান্ত (নং ০৬) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম বিশ্বে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হারাম এবং কোন শিশুকে এই ব্যাংক থেকে দুধপান করানোও হারাম। এই গবেষণাপত্র থেকে সম্মেলনের বিজ্ঞ ফকীহদের বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের বিষয়ে পবিত্র কুরআন-হাদীসের দলীল-প্রমাণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটির সাথে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের পার্থক্য হলো, এখানে সন্দেহ-সংশয়সমূহ দুর করার শর্তারোপের মধ্য দিয়ে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. الطبيب: أدبه وفقهه **(আত-ত্বীবঃ আদাবুহু ওয়া ফিকহুহু):** এই বিশ্লেষণধর্মী বইটি ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি লিখেছেন সৌদি আরবের কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়ের Family and Community Medicine Department এর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. যুহাইর আহমদ আস-সিবাঈ এবং কিং আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের King Fahad Institute of Medical research এর ইসলামিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার। বইটিকে লেখকদ্বয় দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮ম পরিচ্ছেদে بنوك الحليب নামে পৃথক একটি পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এখানে লেখকদ্বয় শায়খ ইউসুফ আল-কারযাভীর অভিমত, ইমাম ইবনু হাযম রহ. তথা যাহিরী

মাযহাবের অভিমত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ তথা চার মাযহাবের অভিমত তুলে ধরেছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতকে অগ্রগণ্য বলে মত দিয়েছেন। (ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার ১৯৮৫ সালে শায়খ কারযাভীর প্রবন্ধের জবাব হিসেবে আরেকটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং সেখানে চারটি যুক্তির আলোকে কারযাভীর যুক্তিগুলোর জবাব দিয়েছেন।)

এই গ্রন্থ থেকে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সতর্কতাসমূহ, প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শার‘ঈ বাধাসমূহ, বিজ্ঞ ফকীহগণের অভিমতসমূহ বিশ্লেষণসহ লেখকদ্বয়ের নিজস্ব অভিমত জানার সুযোগ হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের সন্দেহ-সংশয়সমূহ বিশ্লেষণ করে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হালাল হওয়া না হওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাই– এই প্রবন্ধের মূল কাজ হিসেবে এই ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা যায়।

৩. بنوك الحليب (**বুনুক আল-হালীব**): প্রবন্ধটি লিখেছেন অধ্যাপক আমীনাহ বিনত তালাল আল-জামরান, ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী অনুষদ (মহিলা), আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর।

প্রবন্ধটিতে লেখক হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের পরিচয়, উৎপত্তি ও বিকাশ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং এই ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শার‘ঈ ভিত্তি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। বিজ্ঞ ফকীহগণের অভিমতসমূহ এবং অভিমতসমূহের পক্ষে নাকলী[১] ও আকলী[২] দলীলসমূহ উপস্থাপনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ বোর্ডের অভিমত (হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হারাম হওয়া)কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৪. بنوك الحليب وعلاقتها بأحكام الرضاع: دراسة علمية فقهية (**বুনুক আল-হালীব ওয়া আলাকাতুহা বি আহকাম আল-রাদা‘: দিরাসাহ ইলমিয়্যাহ ফিকহিয়্যাহ)** গবেষণা প্রবন্ধটি লিখেছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আল-হাওয়ারী, সদস্য, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ।

১৯৮৫ সালে শায়খ কারযাভীর প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর হিসেবে ড. মুহাম্মদ আলী আল-বার একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন ওআইসির ফিকহ বোর্ডের ২য় সম্মেলনে। সেখানে তিনি শায়খ কারযাভীর যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করেছেন। একইভাবে ২০০৪ সালে ড. মুহাম্মদ আল-হাওয়ারী *ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ*-এর সভায় কারযাভীর প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধটি

১. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে প্রাপ্ত সরাসরি নস দিয়ে দলীল প্রদান করা হলে, তাকে বলা হয় নাকলী দলীল।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক মানবীয় জ্ঞান-যুক্তির উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক দলীল উপস্থাপন করা হলে তাকে আকলী দলীল বলা হয়ে থাকে।

উপস্থাপন করেন। কিন্তু আল-হাওয়ারী শায়খ কারযাভীর বিরোধিতা না করে ইউরোপের সংখ্যালঘু মুসলমানের কল্যাণের কথা চিন্তা করে শায়খ কারযাভীর পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রবন্ধটিতে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পক্ষের যুক্তিগুলো আলোকপাত করা হয়েছে।

এখানে এ কথা পরিষ্কার হলো যে, হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয় সম্পর্কে কেবল ড. ইউসুফ আলকারযাভী ও ড. মুহাম্মদ আলহাওয়ারী দুজনই হালাল হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। আর বাকী সকলেই তাদের বিপক্ষে মত দিয়েছেন।

৫. بنك اللبن وأثره في التحريم (**ব্যাংক আল-লাবান ওয়া আছরুহু ফি আল-তাহরীম)**: এই প্রবন্ধটির রচয়িতা আলী মোহম্মাদ আল-কাদাল, ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড ইসলামিক রিসার্চ, সুদান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি এই বিষয়ের উপর লিখিত খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ২০১১ সালে প্রকাশিত জার্নাল অব সায়েন্স এন্ড ইসলামিক রিসার্চ-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধটিতে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের পরিচয়, উৎপত্তি ও বিকাশ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং এই ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শার‘ঈ ভিত্তি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমে প্রাথমিক যুগের ফকীহগণের মাঝে অভিমতের সমন্বয় করা হয়েছে এবং শেষের দিকে সমসাময়িক ফকীহগণের অভিমতসমূহ এবং অভিমতসমূহের পক্ষে নাকলী ও আকলী দলীলসমূহ উপস্থাপনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ বোর্ডের অভিমত (হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হারাম হওয়া)কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

6. **Milk Banks through the lens of Muslim Scholars: One text in two contexts. Mohammed Ghaly** (Prof. of Islam and Biomedical Ethics, Research Center for Islamic Legislation and Ethics (CILE), College of Islamic Studies, Hamad Bin Khalifa University, Qatar) **.** 2012. Journal of Bioethics, Volume 20, No.3, pp 117-127.

প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার শায়খ ইউসুফ আল-কারযাভী ১৯৮৩ সালে কুয়েতে Islamic Organization for Medical Sciences (IOMS) আয়োজিত ইসলাম এন্ড হিউম্যান রিপ্রোডাকশন (ইসলাম এবং মানব প্রজনন) সেশনে প্রথম তাঁর লেখা হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক বিষয়ক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন। কিন্তু সেখানে সর্বসম্মতভাবে তাঁর পক্ষ থেকে উত্থাপিত বৈধতার প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যাত হয় (ন্যূনতম ১১ জন বিরোধিতা করেন)। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ২য় সম্মেলনে তিনি আবারো তাঁর প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন এবং এবারো এটি প্রত্যাখ্যাত হয় (ন্যূনতম ১০ জন

বিরোধিতা করেন)। অত:পর ২০০৪ সালে European Council for Fatwa and Research (ECFR) এর ১২-তম সেশনে আবারো প্রবন্থটি উপস্থাপন করেন এবং এবার সেখানে তাঁর বৈধতার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এখানে মোহাম্মদ ঘালির লেখা প্রবন্ধটিতে তিনি দুটো কনটেক্সট বলতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং মুসলমান সংখ্যালঘু অঞ্চলকে বুঝিয়েছেন। তিনি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অঞ্চলে প্রস্তাবনাটি গৃহীত হয়নি এবং কেন সংখ্যালঘু মুসলমান অঞ্চলে প্রস্তাবনাটি গৃহীত হয়েছে।

৭. بنوك الحليب وموقف الشريعة الإسلامية منها **(বুনুক আল-হালীব ওয়া মাওকিফ আল-শরীয়া আল-ইসলামিয়া মিনহা):** গবেষণাধর্মী এই প্রবন্ধটির রচয়িতা ড. আমাল বিনতে ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ আল-দিবাসী, শিক্ষক, শরীয়াহ অনুষদ, ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব। ১৪৩৬ হিজরী সন মোতাবেক ২০১৫ ঈসায়ী সনে প্রকাশিত আল-মাজাল্লা আল-জামঈয়্যাহ আল-ফিকহিয়্যাহ আস-সাউদিয়্যাহ এর ২৬-তম সংখ্যায় গবেষণা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধটিতে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের পরিচয়, গুরুত্ব, উপকারিতা, সাবধানতাসমূহ এবং ইসলামী শরী‘আতের দৃষ্টিতে এই ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠার হুকুম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে বিজ্ঞ ফকীহদের অভিমত উল্লেখপূর্বক দলীলাদি পেশ ও যুক্তি উপস্থাপন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের অভিমত তথা হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হারাম হওয়ার সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আর বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতের পক্ষের আশংকাসমূহকে এবং শায়খ কারযাভীর ফতোয়ার যুক্তিসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার পরিকল্পনা

প্রথমত হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার হুকুম বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে দুধপান করার কারণে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে যে হুরমাত বা নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয়, সে বিষয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিজ্ঞ ফকীহদের অভিমতসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বে সাতটি মতবিরোধপুর্ণ বিষয় ধারবাহিকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক-এর পরিচয়, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যে ধরনের শিশুদের জন্য হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক, মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, এ ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা/সাবধানতাসমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং সবশেষে তৃতীয় পর্বে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শার‘ঈ হুকুম প্রসঙ্গে বিজ্ঞ ফকীহদের অভিমত উল্লেখপূর্বক শর্তসাপেক্ষে এর হালাল হওয়ার মতকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক. রাদা' শব্দের প্রকৃতার্থ নিরূপণ

শাব্দিক অর্থ

ক. দুধপানকারী শিশু কর্তৃক দুধদানকারিণীর স্তন চোষা এবং স্তন থেকে দুধ পান করা। (Fairūzābādī 1987, 375)

খ. মুখ দিয়ে স্তন চোষা এবং স্তন থেকে দুধ পান করা। (Ibn Manẓūr 1993, 8/126)

গ. মুহাম্মদ ইবনু আবী বাকর আর-রাযী (মৃ. ৬৬০ হি.) বলেন:

ر-ض-ع : رَضِعَ الصبي أمه، ... وأَرْضَعَتْهُ أمه وامرأة مُرْضِعٌ أي لها ولد ترضعه.

رَضَعَ বা رَضِعَ .. অর্থ শিশুটি মায়ের স্তন্যপান করেছে, আর أَرْضَعَتْهُ..-এর অর্থ শিশুটির মা তাকে স্তন্যদান করেছে; আর امرأة مُرْضِعٌ বলতে বোঝানো হয় এমন দুগ্ধদানকারিণী মহিলাকে, যার সন্তান আছে এবং সে তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করায়। (Al-Rāzī 1981, 267)

ঘ. আহমদ মুখতার উমর (মৃ. ২০০৩ ঈ.) বলেন:

رَضَّاعة (مفرد): اسم آلة من رضَعَ: مِرْضَعة، وعاء يملأ باللّبن ونحوه لإطعام الطفل بدلاً من ثدي الأم.

رَضَّاعة (একবচন)ঃ رضَعَ ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত যন্ত্রজ্ঞাপক বিশেষ্য (اسم آلة)। এর অর্থ হলো: مِرْضَعة (feeding bottle) অর্থাৎ দুধ বা তদ্‌সদৃশ বস্তু দ্বারা ভর্তি এমন পাত্র, যা মায়ের স্তনের পরিবর্তে শিশুকে পান করানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। (Umar 2008, 2/903)

পারিভাষিক অর্থ

ক. প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইবনু নুজাইম রহ. (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন,

مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص.

দুগ্ধপোষ্য শিশু কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সময় নারীর স্তন স্পর্শ করা ও দুধ পান করা। (Ibn Nujaym 1997, 3/221)

খ. বিশিষ্ট শাফি‘ঈ ফকীহ মুহাম্মাদ নাজীব আল মুতি‘ রহ. (মৃ. ১৩৫৪ হি.) বলেন,

ما حصل من لبن امرأة في معدة طفل أو دماغه.

কোন নারীর দুধ, যা শিশুর পাকস্থলিতে বা মস্তিষ্কে পৌঁছায়। (Al-Mutī‘ī N.D, 19/309)

গ. বিশিষ্ট মালিকী ফকীহ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল আনসারী রহ. (মৃ. ১০৭২ হি.) বলেন,

وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء

খাবারের স্থান তথা পাকস্থলিতে মাতৃদুগ্ধ পৌঁছা। (Al-Ansārī, 1/316)

ঘ. প্রসিদ্ধ হাম্বলী ফকীহ শায়খ মানসুর আল বুহুতী রহ. (মৃ. ১০৫১ হি.) বলেন, ভূমিষ্ট হওয়া থেকে দুই বছরের মধ্যে কোন মহিলার স্তন থেকে দুধ স্পর্শ করা বা দুধ পান করা; এমনকি শিশুর মুখে বা নাকে ঢেলে দেয়া হলেও সেটাকে রাদা' মনে করা হবে (Al-Buhūtī 1996, 3/213)।

৬. যাহিরী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ইবনু হাযম রহ. (মৃ. ৪৫৬ হি.) এর মতে, দুধপান করা বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা কেবল তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন শিশু তার নিজ মুখে মায়ের স্তন থেকে দুধ পান করবে। আর যাকে কোন পাত্র থেকে দুধ পান করানো হয় কিংবা যার মুখে দুধ টিপে টিপে দেয়া হয় এবং সে গিলে ফেলে কিংবা যাকে রুটি বা অন্য কোন খাবারের সাথে খাওয়ানো হয় কিংবা যার মুখে বা নাকে বা কানে ঢেলে দেয়া হয় কিংবা যাকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দুধ খাওয়ানো হয়; তাদের ক্ষেত্রে রাদা’আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না (Ibn Ḥazm N.D, 7/10)।

শায়খ ইউসুফ আলকারযাভী তাঁর হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হালাল হওয়া-না হওয়া বিষয়ক ফতোয়াতে বলেন-

أما معنى الرضاع الذي رتب عليه الشرع التحريم، فهو عند جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي ، كل ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقه، مثل الوجور، وهو أن يصب اللبن في حلقه، بل ألحقوا به السعوط وهو أن يصب اللبن في أنفه، بل بالغ بعضهم فألحق الحقنة عن طريق الدبر بالوجور والسعوط.

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ তথা ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফি‘ঈ রহ. এর মতে রাদা’ শব্দের অর্থ হলো শিশুর কণ্ঠনালী দিয়ে পেটে বা পাকস্থলিতে যে খাবার পৌঁছানো হয়, সেটা যেভাবেই হোক না কেন, যেমন আল-অজুর তথা কণ্ঠনালী দিয়ে দুধ প্রবেশ করানো; আস-সাউতও এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-শিশুর নাক দিয়ে খাবার প্রবেশ করানো; অধিকন্তু, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মলদ্বারে ইঞ্জেকশন দেয়াকে আল-অজুর ও আস-সাউতের অনুরূপ মনে করেন। (Al-Qardhābī 2000, 2/255).

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ রাদা’ শব্দের যেই অর্থ গ্রহণ করেছেন (যে কোনভাবে দুধ শরীরে প্রবেশ করলেই তাকে রাদা’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে) ইবনু কুদামা রহ. সেই মতের দলীল স্বরূপ ইবন মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ«

(শরীরের) হাড়-মাংস বৃদ্ধিতে প্রভাব রাখলেই কেবল তাকে রাদা’ বলা যাবে।[৩]
(Abū Dāwūd 2005, 2059)

এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে সেই দুধ পানের মাধ্যমে যেই দুধ পানের পর সেটি শিশুর শরীরে হাড়-মাংস বৃদ্ধিতে প্রভাব রাখে। যেভাবেই দুধ পান করুক না কেন। (Ibn Qudāmah, 8/173)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত অভিধানবেত্তাদের বক্তব্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের অভিমত ও নাকলী দলিলের ভিত্তিতে রাদা’ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয় হিসেবে বলা যায় যে, মায়ের স্তন থেকে সরাসরি কিংবা কোন পাত্র থেকে শিশুর মুখে ঢেলে দেয়া নতুবা শিশুর নাক, কান বা গলা দিয়ে প্রবেশ করানো; যে কোনভাবে

৩. হাদীসটি সহীহ।

শিশুর পেটে দুধ প্রবেশ করলে এবং তা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করলেই তাকে রাদা’ হিসেবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়। ফলশ্রুতিতে যে কোনভাবে দুধপান করলেই রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে।

দুই. দুধ পান করার পদ্ধতি বিবেচনায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া

বিজ্ঞ ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, শিশু যদি কোন মহিলার স্তন চোষে এবং স্তন থেকে দুধ তার পেটে পৌঁছে এবং ঐ দুধ থেকে উপকারিতা লাভ করে, তবে এই দুধপান অবশ্যই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত করবে তথা দুধদানকারিণী মহিলা শিশুটির দুধ মা হিসেবে বিবেচিত হবে। (Ibn Qudāmah 1997, 8/173) তবে الوجور (আল-অজুর)[৪] ও السعوط (আস-সাউত)[৫] -এর বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ তথা প্রধান চার মাযহাবের ফিকহ অনুসারে এভাবে দুধ পান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে।

ক. বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আলাউদ্দিন সামারকান্দী রহ. (মৃ. ৮৮০ হি.) বলেন-

وَإِذا وصل اللَّبن إِلَى جَوف الصَّبِي لَا من الثدي بِأَن أوجر أَو أسعط تثبت الْحُرْمَة لِأَن الوجور يصل إِلَى الْجوف والسعوط يصل إِلَى الْجوف أَيْضا وَلَو حقن الصَّبِي بِاللَّبنِ ذكر الْكَرْخِي وَقَالَ لم يحرم وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد أَنه يحرم كَمَا يَقع بِهِ الْإِفْطَار.

সরাসরি মায়ের স্তন থেকে না চোষা সত্ত্বেও যদি দুধ শিশুর পেটে পৌঁছায়, তবে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। কেননা الوجور এর মাধ্যমে দুধ পেটে পৌঁছে, السعوط এর মাধ্যমে নাক দিয়ে কণ্ঠনালী হয়েও দুধ পেটে পৌঁছে। তবে যদি শিশুকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দুধ প্রবেশ করানো হয়, এক্ষেত্রে কারখী রহ. (মৃ. ৩৪০ হি.) এর মতে, নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না; আবার ইমাম মুহাম্মদ রহ. (মৃ. ১৮৯ হি.) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে, যেমন এর মাধ্যমে রোজাদারের রোজা ভেঙ্গে যায় (Al-Samarkandī 1994, 2/238)”। আলবাহরুর রায়িক-এ বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে অবশ্যই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। (Ibn Nujaym 1997, 3/246; Al-Qadāl, 2011).

খ. মালিকী ফিকহের গ্রন্থ আল-মুদাওয়ানাহতে আলোচনাটি এভাবে এসেছে যে,

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْوَجُورَ وَالسَّعُوطَ مِنْ اللَّبَنِ أَيُحَرِّمُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: أَمَّا الْوَجُورُ فَأَرَاهُ يُحَرِّمُ، وَأَمَّا السَّعُوطُ فَأَرَى إنْ كَانَ قَدْ وَصَلَ إلَى جَوْفِ الصَّبِيِّ فَهُوَ يُحَرِّمُ .

৪. শব্দটির মূলবর্ণ و-ج-ر । এর আভিধানিক অর্থ-মুখ গহবরে ঢেলে দেয়া। (*মু‘জামু মাক্বায়িসিল লুগাহ*, ৬/৮৭) পরিভাষায় সরাসরি মায়ের বুক থেকে নয়, (বরং কোন পাত্র থেকে) দুধ পানকারীর (মুখ গহবরে) কণ্ঠনালীতে দুধ ঢেলে দেয়াকে আল অজুর বলে। (আল মুগনী, ৮/১৭৩)

৫. এটির মূলবর্ণ س-ع-ط । এর আভিধানিক অর্থ- নাক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করানো বা নাক দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া। (মু‘জামু মাক্বায়িসিল লুগাহ, ৩/৭৭), এমন ঔষধ বা পানি বা খাদ্য যা নাক দিয়ে সেবন করানো হয় (আল মিসবাহুল মুনীর, ১/২৭৭), এমন ঔষধ যা নাক দিয়ে সেবন করানো হয় (লিসানুল আরব, ৭/৩১৩) পরিভাষায় কোন পাত্র থেকে দুধ পানকারীর নাক দিয়ে দুধ ঢেলে দেয়া হলে বা ঢুকিয়ে দেয়া কে আস-সাউত বলে। (আল মুগনী, ৮/১৭৩)

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الصَّبِيَّ إذَا حُقِنَ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ، هَلْ تَقَعُ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُمَا بِهَذَا اللَّبَنِ الَّذِي حُقِنَ بِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَقِنُ: إنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إذَا وَصَلَ ذَلِكَ إلَى جَوْفِهِ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِي الصَّبِيِّ شَيْئًا وَأَرَى إنْ كَانَ لَهُ غِذَاءً رَأَيْتُ أَنْ يُحَرِّمَ وَإِلَّا فَلَا يُحَرِّمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ غِذَاءٌ فِي اللَّبَنِ.

আমি (সাহনূন বিন সাঈদ রহ.) বললাম: আল-অজুর ও আস-সাউত এর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক রহ. এর অভিমত কী? তিনি (ইবন কাসিম) বলেন: আল-অজুর এর মাধ্যমে অবশ্যই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে আর আস-সাউত এর ক্ষেত্রে যদি দুধ পেটে পৌঁছে যায়, তাহলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। আমি (সাহনূন বিন সাঈদ রাহি.) বললাম: আপনি কী মনে করেন, যদি কোন শিশুকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে কোন মহিলার দুধ পান করানো হয়, তবে উভয়ের মাঝে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক রহ. এর অভিমত কী? তিনি (ইবন কাসিম) বলেন: ইমাম মালিক রহ. বলেন, যদি বয়স্কদের ইঞ্জেকশন দেয়া হয় এবং যদি সেটি পাকস্থলিতে পৌঁছে যায়, তবে রোযা ভঙ্গের কারণ হবে, তাকে কাযা আদায় করতে হবে; আর শিশুদের বিষয়ে আমি ইমাম মালিক রহ.-এর কাছ থেকে কিছু শুনিনি। তবে আমি মনে করি, এটি যদি শিশুর খাবার হিসেবে দেয়া হয়, তবে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে, অন্যথায় নয়। (Mālik, 1994, 2/295)

গ. আয-যাখীরাহ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আল-কাদাল তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, আল-অজুর, আস-সাউত-এর মাধ্যমে তো নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবেই, এমনকি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমেও যদি দুধ পাকস্থলিতে পৌঁছে যায়, তাহলেও নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। এখানে তিনি উদ্দেশ্যগত বিচারে আল-অজুর এর উপর আস-সাউত ও ইঞ্জেকশন-এর কিয়াস করেছেন। কারণ, এখানে উদ্দেশ্য হলো শিশুর খাদ্যাভাব পূরণ আর সে উদ্দেশ্য উপরোল্লিখিত দুভাবেই হাসিল হচ্ছে। (Al-Qadāl, 2011)

ঘ. শাফি‘ঈ মতাবলম্বী বিশিষ্ট ফকীহ আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী রহ. (মৃ. ৪৭৬ হি.) আল-অজুর ও আস-সাউত এর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে বলেন,

ويثبت التحريم بالوجور لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالرضاع ويثبت بالسعوط لأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلاً لتحريم الرضاع كالفم.

আল-অজুর এর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে এই কারণে যে, স্তন থেকে দুধ পান করার মতোই এর মাধ্যমে দুধ পেটে পৌঁছে যায় এবং স্তন থেকে দুধ পানের উপকারিতার মতোই এভাবে পান করলেও শরীরের হাড্ডি-মাংসের বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। আর আসসাউত-এর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় এই কারণে যে, এটি রোজাদারের জন্য রোজা ভঙ্গের কারণ হয়; তাই এভাবে দুধ পান করলেও নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। (Al-Shīrāzī N.D, 3/143)

ঙ. বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ ইবনু কুদামাহ রহ. (মৃ. ৬৮২ হি.) বলেন,

আস-সাউত ও আল-অজুর স্তন থেকে দুধ পান করার মতোই। কেননা আস-সাউত হলো কোন পাত্র থেকে শিশুর নাক দিয়ে দুধ ঢেলে দেয়া। আর আল-অজুর হলো মায়ের স্তন থেকে সরাসরি নয়; তবে দুধ কণ্ঠনালীতে/গলনালীতে ঢেলে দেয়া; এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। একটি অভিমত হলো- এই দুইভাবে দুধপান করার মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে, এ মতের পক্ষে অবস্থান পাওয়া যায় ইমাম শা‘বী রহ. (মৃ. ১০০ হি.), সুফিয়ান আস-সাওরী রহ. (ম. ১৬১ হি.), হানাফী ফকীহগণের এবং আল-অজুর এর বিষয়ে ইমাম মালিক রহ. একই মত পোষণ করেছেন। অপর অভিমতটি হলো নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। ইমাম আহমদ রহ.-এর ছাত্র আবু বকর আল-মারওয়াযী রহ. (মৃ. ২৭৪ হি.) ও যাহিরী মাযহাব এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর ‘আতা আল-খুরাসানী রহ. (মৃ. ১৩৫ হি.) আস-সাউতের ব্যাপারে এ মতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। (Ibn Qudāmah 1997, 8/173)

দলীল হিসেবে ইবনু কুদামাহ রহ. ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহ. থেকে দুটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াতটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ গ্রহণ করেছেন। সেই মতটি হলো- الوجور ও السعوط এর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। অপর রিওয়ায়াতটি গ্রহণ করেছেন ইমাম দাউদ আয-যাহিরী রহ. (মৃ. ২৭০ হি.), আতা ইবনু আবী রাবাহ রহ. (মৃ. ১১৪ হি.) এবং আধুনিক ইসলামিক স্কলার ইউছুফ আল-কারযাভী। এই মতটি হলো-নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। দুটো রিওয়ায়াত উল্লেখ করে ইবনু কুদামাহ রহ. প্রথমটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। দলীল হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেছেন-

"لا رضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم".

(শিশুর) হাড্ডি-মাংস গঠন ও বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখলে সেটা অবশ্যই রাদা’আহ হিসেবে বিবেচিত হবে। (Abū Dāwūd 2005, 2059)

এছাড়াও রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে প্রমাণস্বরূপ ইবনু কুদামাহ রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ কে হামযা রা.-এর কন্যার ব্যাপারে প্রস্তাব করা হলে তিনি বলেন,

«لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা, বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম, দুগ্ধপান সম্পর্কের কারণেও তা হারাম। আর সে আমার দুধ ভাই-এর কন্যা। (Al-Bukhārī 1422H, 2645; Ibn Qudāmah 1997, 8/173)

চ. ইমাম ইবনু হাযম আযযাহিরী রহ. বলেন,

وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ، فَإِنَّمَا هُوَ: مَا امْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ ثَدْيِ الْمُرْضِعَةِ بِفِيهِ فَقَطْ. فَأَمَّا مَنْ سُقِيَ لَبَنَ امْرَأَةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إنَاءٍ، أَوْ حُلِبَ فِي فِيهِ فَبَلَعَهُ؛ أَوْ أُطْعِمَهُ

بِخُبْزٍ، أَوْفِي طَعَامٍ، أَوْصُبَّ فِي فَمِهِ، أَوْفِي أَنْفِهِ، أَوْفِي أُذُنِهِ، أَوْ حُقِنَ بِهِ: فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غِذَاءَهُ دَهْرَهُ كُلَّهُ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (النساء: ٢٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:«وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»

দুধপানের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার বিধান হলো, যদি দুধপানকারী শিশু নিজ মুখ দিয়ে স্তন স্পর্শ করে এবং সেখান থেকে চোষণের মাধ্যমে দুধ পান করে, তবেই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং কোন পাত্র থেকে দুধ পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করা কিংবা মুখে দুধ একটু একটু করে দেয়ার পর গিলে ফেলা, কিংবা রুটির সাথে বা অন্য কোন খাবারের সাথে দুধ খাওয়ানো, কিংবা মুখ দিয়ে বা নাক দিয়ে বা কান দিয়ে দুধ ঢেলে দেয়া বা ইঞ্জেকশন দেয়ার মাধ্যমে হুরমত সাব্যস্ত হবে না, এমনকি যদি সেটি শিশুর ক্ষুধা নিবারণের খাবারও হয়। প্রমাণস্বরূপ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এর বাণী উল্লেখ্য- “(তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) তোমাদের দুধমাদেরকে, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধবোনদেরকে (Al-Qurān, 4:23)”, রাসূলুল্লাহ স. বলেন “জন্মসূত্রে যে সকল সম্পর্ক স্থাপন হারাম, দুগ্ধপানসূত্রেও সে সকল সম্পর্কস্থাপন হারাম। (Ibn Ḥazm N.D, 10/185)।

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে ইমাম ইবনু হাযম রহ. বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ স. এখানে রাদা‘ তথা সরাসরি স্তন থেকে দুধ পান করা ব্যতিরেকে অন্য কোন পন্থায় দুধ পান করার কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ করেননি। আর রাদা‘আহ কিংবা ইরদা’ তখনই হয়, যখন দুধদানকারিণী মহিলা তাঁর স্তন শিশুর মুখে দেয় এবং শিশু স্তন স্পর্শ করে সেই স্তন থেকে দুধ পান করে। (Al-Sibāyī & Al-Bār 1993, 362)। এছাড়া ইতঃপূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দুধপানের হুকুমের আওতায় আসবে না; বরং খাদ্য, পানীয়, খাবার বা এজাতীয় যে কোন কিছু; এগুলোর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। (Al-Qadāl, 2011)

ফকীহগণের অভিমতসমূহের সমন্বয়

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মতানুযায়ী আলঅজুর, আসসাউত-এর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। এটিই প্রধান চার মাযহাবের মধ্যে হানাফী, মালিকী ও শাফি‘ঈগণের অভিমত এবং হাম্বলী মাযহাবের দুটি মতের মধ্যে প্রসিদ্ধ অভিমত। বিশিষ্ট হাম্বলী ফকীহ ইবনু কুদামাহ রহ. তাঁর *আলমুগনী* গ্রন্থে এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম শা‘বী রহ.ও সুফিয়ান আস-সাওরী রহ. থেকেও এরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। অন্যদিকে, ইমাম দাউদ আযযাহিরী রহ., আতা ইবনু আবী রাবাহ রহ. ও ইবনু হাযম রহ. ইমাম আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত দুটি রিওয়ায়াতের অপর রিওয়ায়াতের পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন, সেটি হলো এভাবে দুধ পান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। কারণ নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত কেবল রাদা‘আহ এর মাধ্যমেই হয়। আর তা হতে হলে

অবশ্যই শিশুকে মুখ দিয়ে স্তন স্পর্শ করে সে স্তন থেকে দুধ পান করতে হবে। ফকীহদের মতামতের সমন্বয় করতে গিয়ে দালিলিক ভিত্তি বিবেচনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মত তথা যে কোনভাবে দুধ পান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়াটাকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলা যায়।

দলীল: আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

মায়েরা পুরো দুটি বছরই (সন্তানকে) বুকের দুধ খাওয়াবে, (এ বিধান তার জন্য) যে ব্যক্তি (সন্তানের) দুধ খাওয়ানোটা পুরোপুরি আদায় করতে চায়। (Al-Qurān, 2:233)

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহ. (২২৪-৩১০ হি.) একটি রিওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন। আশশায়বানী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শা‘বী রহ. কে বলতে শুনেছি যে,

ما كان من وجور أو سعوط أو رضاع في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا.

(ভূমিষ্ট হওয়া থেকে) দুই বছর সময়ের মধ্যে الوجور, السعوط এবং رضاع যেভাবেই দুধ পান করুক, তাতে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। আর যদি দুই বছরের পর হয়, তবে তাতে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। (Al-Ṭabarī 1953, 5/36)

এ বিষয়ে হাদীসে নববী থেকে দলীল উপস্থাপন করা যায়। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

فإنما الرضاعة من المجاعة.

নিশ্চয়ই ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যেই (শিশু) দুধ পান করে। (Al-Bukhārī 1422H, 2647)

উক্ত হাদীসের ব্যখ্যায় হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী রহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন-

أَنَّ التَّغْذِيَةَ بِلَبَنِ الْمُرْضِعَةِ يُحَرِّمُ سَوَاءٌ كَانَ بِشُرْبٍ أَمْ أَكْلٍ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَ حَتَّى الْوَجُورُ وَالسَّعُوطُ وَالثَّرْدُ وَالطَّبْخُ وَغَيْرُ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مِنَ الْعَدَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَطْرُدُ الْجُوعِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ.

স্তন্যদানকরিণীর দুধ যদি খাবার হিসেবে গ্রহণ করা হয়, সেটা পান করুক কিংবা খাদ্য হিসেবে যেকোনভাবেই গ্রহণ করা হোক তাতে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। এমনকি মাত্রার শর্তপূরণ করলে আল-অজুর, আস-সাউত, (রুটি) টুকরো টুকরো করে দুধের সাথে ভিজিয়ে খাওয়া, কিংবা রান্না করা খাবারের সাথে পান করলেও নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। কেননা তা ক্ষুধা নিবারণ করে। (Ibn Ḥajar 1379H, 9/148)।

তিন. দুধ পান করার মাত্রা বিবেচনায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া

সাধারণভাবে দুধ পান করলেই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে, নাকি নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধ পান করতে হবে, নাকি নির্দিষ্ট সংখ্যকবার দুধ পান করতে হবে; এ বিষয়ে বিজ্ঞ ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বিভিন্ন দলীল ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে তাঁদের ৪টি মত পাওয়া যায়। (Al-Dibasī, 494)।

প্রথম মত: পৃথক পৃথকভাবে ন্যূনতম ৫বারের কম দুধ পান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। মালিকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ‘আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম রহ. (মৃ. ১৯১ হি.) বলেন,

وَالرَّضَاعُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِي تَحْرِيمِهِ، أَنْ يَكُونَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا.

“যেই সংখ্যকবার দুধ পান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না, তা হলো পাঁচবার বা তার চেয়ে বেশি।” এটি ইমাম শাফি‘ঈ রহ. এবং যাহিরী মাযহাবেরও অভিমত। ইমাম আহমদ রহ.-এরও এরূপ একটি অভিমত রয়েছে। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা., আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রা., আতা রহ. ও তাউস রহ. প্রমুখ থেকে এরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। (Ibn Qudāmah 1997, 8/171)। এই মতের পক্ষে দলীল হিসেবে সাহলা বিনতে সুহাইলের হাদীসটি উল্লেখ করা যায়।

---فحاءت سهلة بنت سهيل وهي امر أة أبي حذيفة، وقد جاءت إلى الرسول فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يدخل عليّ، و أنا فُضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله: أرضعيه خمس رضعات، فتحرم بلبنها.

“---আবূ হুযাইফার স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল রা. রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সালিমকে আমরা সন্তান হিসেবেই দেখতাম (সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে এবং বিবেকবোধসম্পন্ন হয়েছে), সে আমার কাছে আসে-যায়। আমাদের একটিই মাত্র ঘর। এমতাবস্থায় সালিমের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তুমি তাকে পাঁচবার দুধ পান করাও, সেই দুধপানের মাধ্যমে (তোমার জন্য) হারাম হয়ে যাবে। (Mālik 1994, 2247)।

উক্ত হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করার কারণ হচ্ছে- যদি নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি পাঁচবারের চেয়ে কম সংখ্যকবারের সাথে সম্পৃক্ত হতো, তবে পাঁচবারের কথা উল্লেখ করা হতো না। আর রাসূলুল্লাহ স. সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলতেন না।

দ্বিতীয় মত: কতবার পান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে, সে বিষয় নির্ধারিত নয়; তাই কম কিংবা বেশি যতটুকুই পান করুক না কেন, তাতেই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। এটি হানাফী ও মালিকী মাযহাবের মত। সাইয়িদুনা আলী রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর সূত্রে ইমাম আহমদ রহ. থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি এই মতকে সমর্থন করে। এর পক্ষে আরো মত দিয়েছেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. (মৃ. ৯৪ হি.), হাসান রহ. (মৃ. ১১০ হি.), মাকহুল রহ. (১১২ হি.), যুহরী রহ. (মৃ. ১২৪ হি.), কাতাদাহ রহ. (মৃ. ১১৮ হি.), হাকাম রহ., হাম্মাদ রহ. (মৃ. ১৭৯ হি.), আওযায়ী রহ. (মৃ. ১৫৭ হি.), সুফ্‌ইয়ান আসসাওরী রহ. প্রমুখ। এই মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

(আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) তোমাদের দুধমাদেরকে এবং দুধবোনদেরকে (Al-Qurān, 4:23)।

রাসুলুল্লাহ স. বলেন-

«يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»

বংশীয় কারণে যাদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, দুধ সম্পর্কের কারণেও তারা নিষিদ্ধ (Al-Bukhārī 1422H, 2645) ।

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করার কারণ, এখানে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। সাধারণভাবে বলা হয়েছে, দুধপান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। আর যেহেতু নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যেই ইল্লত (দুধ পানের মাধ্যমে শারীরিক উপকারিতা লাভ) দরকার, সেই ইল্লতের জন্য কোন সংখ্যার নির্দিষ্টতা নেই; তাই যতটুকুই পান করুক, তাতেই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। (Al-Dibasī, 497-498)

তৃতীয় মত: কমপক্ষে তিনবার পান না করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। এই মতের পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন- আবু ছাওর রহ., আবু উবাইদ রহ., দাউদ রহ., সাঈদ ইবনু যুবাইর রহ., ইবনুল মুনযির রহ. প্রমুখ বিশিষ্ট ফকীহগণ। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ বলেন- «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ» তথা একবার বা দুবার স্তন চুষলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় না (Muslim 2003, 1073)। এ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, ন্যূনতম তিনবার পান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। কেননা, তিনবার পান করলেও যদি সাব্যস্ত না হতো, তবে নিশ্চয়ই এক বা দুইবারের ন্যায় তিনবারের কথাও কোন হাদীসে সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যেত।

চতুর্থ মত: দশবারের কম দুধ পান করলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় না। এটি রিওয়ায়াত করেছেন উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা. ও হাফসা রা.। দলীল হিসেবে নিচের হাদীসটি উল্লেখ করা যায়।

عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ. قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.

নাফি‘ থেকে বর্ণিত, সালিম বিন আব্দুল্লাহ তাকে খবর দিয়েছেন যে, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রা. তাঁকে দুধ পান করার জন্য স্বীয় বোন উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর রা.-এর কাছে পাঠান । তিনি তাঁর বোনকে বলে দেন যে, তাকে ১০ বার দুধ পান করাও, যেন সে আমার কাছে আসা-যাওয়া করতে পারে। সালিম বলেন, উম্মে কুলসুম আমাকে তিনবার দুধপান করানোর পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন; এরপর তিনি আর আমাকে দুধপান করাতে

পারেননি। আমি এরপর থেকে আর কখনো আয়িশা রা. এর কাছে আসা যাওয়া করতে পারিনি, কারণ উম্মে কুলসুম আমাকে দশবার দুধপান করাতে পারেননি (Mālik 1994, 2239)।

চার: দুধ পানে বিরতির সময় ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পূর্ণ মাত্রা ও পৃথক পৃথক মাত্রা গণ্য করে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া

ইমাম শাফি‘ঈ রহ.-এর মতে, দুধপান বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্তকরণে দুধপানের সংখ্যা পৃথক পৃথকভাবে হতে হবে। কতটুকু পরিমাণ পান করেছে কিংবা কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত পান করেছে, সেটি গুরুত্বপুর্ণ নয়। সুতরাং শিশু একবার দুধপান করার পর তার ইচ্ছায় স্তন ছেড়ে দিলে এটি একবার হিসেবে পরিগণিত হবে। আবার যখন শিশুর ক্ষুধা পাবে, তখন পান করলে সেটি আরেকবার হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে-

১. শিশু যদি শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যার কারণে দুধপান বন্ধ করে, কিংবা
২. এক স্তন থেকে অন্য স্তনে আসার জন্য মুখ সরিয়ে আনে, কিংবা
৩. কোন অসুবিধার কারণে শিশু দুধপানে বিরতি দেয়, কিংবা
৪. দুধদানকারিণী মহিলা শিশুটিকে দুধপান থেকে বিরত রাখে;

এমতাবস্থায় লক্ষ্য করা হবে যে, শিশুটি শীঘ্রই আবার দুধপান করা শুরু করে কি না। শিশুটি যদি লম্বা বিরতি দেয় তবে সেটি দুধপানের পৃথক মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর শিশুটি যদি অব্যবহিত পরে পুনরায় দুধপান করতে ফিরে আসে, সেক্ষেত্রে দুটো মত রয়েছে।

১. প্রথমে যতটুকু পান করেছে, সেটি একবার হিসেবে বিবেচিত হবে এবং পরে যদি আবার পান করে সেটি আরেকবার হিসেবে বিবেচিত হবে। এটি আবূ বাকর আল-মারওয়াযী রহ. (মৃ. ২৭৪ হি.)-এর অভিমত ও ইমাম আহমদ রাহ-এর একটি বক্তব্য- তিনি বলেন, কোন শিশু যদি স্তন থেকে দুধ পান করার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হয়, সে যদি শ্বাস নেয়ার জন্য কিংবা বিশ্রামের জন্য বিরতি দেয়, তবে সেটিই পূর্ণ এক মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, আর ফিরে না আসলে প্রথমটিই পূর্ণ এক মাত্রা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর যদি ফিরে আসে এবং আবার দুধপান করে, তবে সেটি আরেকটি পৃথক সেশন হিসেবে বিবেচিত হবে।
২. উভয় সেশনের দুধপান মিলে একবার দুধপান করেছে বলে বিবেচিত হবে। এটা ইমাম শাফি‘ঈ রহ.-এর অভিমত। (Ibn Qudāmah 1997, 8/173)

পাঁচ. কোন মহিলার দুধের সাথে অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য (তরল/শুকনো) মেশানো হলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া

শুকনো খাবার বা তরল খাবারের (লিক্যুইড) সাথে কোন মহিলার দুধ মেশানো হলে হুরমত সাব্যস্ত হবে কি না, এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে الوجور ও السعوط এর

আলোচনা দ্রষ্টব্য। কেননা, এই দুই পদ্ধতি ব্যতীত কোন খাবারের সাথে দুধ মিশিয়ে শিশুকে পান করানোর কোন উপায় নেই।

কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয়ের সাথে মিশ্রিত দুধ পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে কি না, এ বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়।

প্রথম মত:

১. যদি তরল জাতীয় কিছু যেমন পানি অথবা ঔষধের সাথে দুধ মেশানো হয়; কিংবা
২. বকরীর দুধ বা সিরকার সাথে দুধ মেশানো হয়; কিংবা
৩. শুকনো কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের সাথে দুধ মেশানো হয়; (Al-Dibasī, 502-503)

তাহলে মিশ্রিত খাবারে দুধের পরিমাণ বেশি থাকুক বা কম থাকুক, নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। ইমাম শাফি‘ঈ রহ. উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন (Al-Shīrāzī N.D, 19/321)। হাম্বলী মাযহাবও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তবে দুধের পরিমাণ কম হলে সেখানে দুধের গুণাগুণ অবশিষ্ট থাকার শর্তারোপ করেছেন। অর্থাৎ দুধের পরিমাণ যদি কম হয়, তাহলে নিদেনপক্ষে দুধের গুণাগুণ অবশিষ্ট থাকতে হবে। তাহলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। ইবনু কুদামাহ রহ.ও আবুল কাসিম আল-খিরাকী রহ. (মৃ. ৩৩৪ হি.) উক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন (Ibn Qudāmah 1997, 8/175)।

এই মতের পক্ষে এভাবে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, কোন মিশ্রিত দ্রব্যে পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে যা হারাম হয়, পরিমাণ কম হলেও তা হারামই হবে। যেমন, কোন কিছুতে নাজাসাত বা মদ পরিমাণে কম হলেও সেটিতে নাজাসাত বা মদের হুকুমই সাব্যস্ত হবে। তবে এটি খুব দুর্বল যুক্তি। কারণ আমরা জানি, অধিক পানিতে অল্প নাজাসাত প্রভাবহীন। এই মতের পক্ষে আরেকটি যুক্তি হলো, শারীরিক উপকারিতা তথা হাড্ডি-মাংস বৃদ্ধি দুধপানের মাধ্যমে হয়ে থাকে, সেটি পরিমাণে কম হলেও।

দ্বিতীয় মত:

১. যদি তরল জাতীয় কিছু যেমন পানি অথবা ঔষধের সাথে দুধ মেশানো হয়; কিংবা
২. বকরীর দুধ বা সিরকার সাথে দুধ মেশানো হয়;

তাহলে মিশ্রিত খাবারে দুধের পরিমাণ বেশি হলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে; অন্যথায় নয়। আর যদি শুকনো খাদ্যদ্রব্যের সাথে মেশানো হয়, তাহলে দুধের পরিমাণ বেশি হোক কিংবা কম হোক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। এটি হানাফী মাযহাবের অভিমত। (Ibn Nujaym 1997, 3/245)

এই মতের সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তরল খাবারে দুধের পরিমাণ কম হলে, দুধের নিজস্ব শক্তি লোপ পাওয়ার কারণে কোন শারীরিক উপকারিতা লাভে ভূমিকা রাখতে পারে না। কিয়াসের মাধ্যমে আরেকটি যুক্তি দেয়া হয়েছে এই মতের পক্ষে, যেমন কোন ব্যক্তি মদ পান করবে না বলে শপথ করেছে, এমতাবস্থায় সে অধিক পরিমাণ পানির সাথে স্বল্প পরিমাণ মদ পান করলে তাঁর শপথভঙ্গ হবে না;

কেননা বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান বস্তুর উপরই হুকুম বর্তাবে। একইভাবে এক্ষেত্রে দুধের পরিমাণ কম হলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না।

তৃতীয় মত: যদি তরল বা শুকনো খাদ্যদ্রব্যের চেয়ে দুধের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে; কম হলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ-এর অভিমত, কতিপয় শাফি‘ঈ ফকীহের অভিমত, মালিকী মাযহাবের অভিমত এবং হাম্বলী মাযহাবের দ্বিতীয় অভিমত। (Al-Shīrāzī N.D, 19/321)

আর যদি আগুনে দুধের সাথে মিশ্রিত খাবার সিদ্ধ করা হয় কিংবা আগুনে গরম করার কারণে দুধের গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে সেটি দুধপান বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত করবে না। কারণ, যখন দুধ বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান ছিল, তখন ঐ দুধ পান করলে শরীর গঠন বা হাড্ডি-মাংস বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতো; যেমনটি খাবারে দুধের পরিমাণ বেশি হলে হয়। আর যদি দুধের গুণাগুণ অবশিষ্ট থাকার পরও ঐ দুধ অধিক পানিতে মেশানোর পর পানি পরিবর্তিত না হয়, তাহলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এটি খাঁটি দুধ নয়। (Ibn Qudāmah 1997, 8/175)।

ছয়: একজন মহিলার স্তনের দুধ অন্য মহিলার স্তনের দুধের সাথে মেশানো হলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া

একাধিক মহিলা থেকে সংগ্রহ করা দুধ পান করানোর মাধ্যমে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে কি না, এ বিষয়ে বিজ্ঞ ফকীহগণের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। (Al-Dibasī, 502-507)

ক. ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে, একাধিক মহিলা থেকে সংগ্রহ করা দুধে যেই মহিলার দুধের পরিমাণ বেশি হবে, তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ; আর যদি উভয়ের দুধের পরিমাণ সমান হয়, তবে উভয়ের সাথেই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। (Ibn Nujaym 1997, 3/245)

খ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অপর এক মতানুযায়ী সকল দুধপানই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত করবে। সেখানে দুধের পরিমাণ কম কিংবা বেশি হওয়াটা কোন পার্থক্য তৈরি করবে না। ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও ইমাম যুফার রহ. (মৃ. ১৫৮ হি.) এই মত সমর্থন করেছেন (Ibn Nujaym 1997, 3/245)। ইমাম মালিক রহ.ও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফি‘ঈ রহ. উক্ত মতের সাথে শর্তারোপ করেছেন যে, যেই দুধের পরিমাণ কম হবে, সেটা যেন কমপক্ষে ৫ বার বা তার বেশি পান করতে পারে, তবেই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। হাম্বলী মাযহাবের মতে, সবার সাথেই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে (Ibn Qudāmah 1997, 8/175)।

সাত: দুধপানের ক্ষেত্রে সন্দেহ বিবেচনায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া

দুগ্ধদানকারিণীর পরিচয় অজ্ঞাত থাকলে, কিংবা কতবার দুধপান করেছে সেটির সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে কি না, এ বিষয়ে বিজ্ঞ

ফকীহগণের এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ মাসআলায় দুটি মত রয়েছে। (Al-Dibasī, 509-511)

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের মত

দুধদানকারিণী মহিলার পরিচয় অজ্ঞাত থাকলে কারো সাথেই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। আর কত সংখ্যকবার দুধ পান করেছে, সেটি অজ্ঞাত হলে সর্বনিম্ন সংখ্যকবার গণনা করা হবে। হানাফী, শাফি‘ঈ, হাম্বলী মাযহাবের ফতোয়া এই মতের উপর। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.ও এই মতকে সমর্থন করেছেন।

এই মতের স্বপক্ষে দলীল উপস্থাপন করতে গিয়ে তালাকের মাসআলায় কিয়াস করে বলা হয়ে থাকে যে, তালাকের ক্ষেত্রে সন্দেহ থাকলে যেমন সেটি ধর্তব্য হয় না, এখানেও পরিচয় নিয়ে সন্দেহ থাকলে অজ্ঞাত হিসেবে বিবেচিত হবে। আর সংখ্যার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যা গণনা করা হবে। ইবনু কুদামাহ রহ. বলেন,

> وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ، أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ، هَلْ كَمُلَا أَوْ لَا؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، فَلَا نَزُولُ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ.

> দুধপানের বিষয় কিংবা দুধপানের নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্তকারী মাত্রা পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি? এই বিষয়ে যদি সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এ বিষয়ে অজ্ঞতা-ই এখানে আসল, আর সন্দেহ করে নিশ্চিত বিশ্বাস থেকে দূরে সরা যায় না, যেমনিভাবে তালাকের বিষয় এবং তালাকের সংখ্যার বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে (সেটি ধর্তব্য হয় না)। (Ibn Qudāmah 1997, 8/172)

হানাফী মাযহাবের গ্রন্থ *“আল-ইখতিয়ার”*-এর মধ্যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে যে, কোন একজন মহিলা তাঁর স্তন শিশুর মুখে প্রবেশ করালো কিন্তু সে মহিলা জানে না, স্তন থেকে দুধ শিশুর মুখে প্রবেশ করেছে কি করে নাই, তাহলে বিবাহের নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। আবার কোন এক গ্রামের মহিলা একটি অপরিচিত মেয়ে শিশুকে দুধ পান করালো। ঐ মেয়ে শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ঐ গ্রামের কোন পুরুষ যদি মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়, সেটি জায়িয। কারণ সন্দেহের দ্বারা বিবাহ বৈধ হওয়ার হুকুম রহিত হয় না। (Al-Qardhābī 2000, 2/259)

মালিকী ফকীহদের মত

মালিকী ফকীহদের মতে, কার থেকে দুধ পান করেছে বা কতবার দুধ পান করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ তৈরি হলেও দুধপানের নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। এখানে ইহতিয়াত তথা সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উপর জোর দেয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে সতর্কতাস্বরূপ নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্তকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের পরিচয়

এমন অনেক মা রয়েছেন, যারা নিজ সন্তানকে দুধপান করানোর পরও তাদের অতিরিক্ত দুধ থেকে যায়, আবার অনেক মা আছেন যাদের সন্তান মারা যাওয়ায় তাদের স্তনে দুধ অবশিষ্ট রয়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় দুধ দান করতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এই মাদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে কিংবা (প্রয়োজনে) ক্রয় করে সেই দুধ যেখানে জমা করে রাখা হয়, সেটিই হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক। (Al-Sibāyī & Al-Bār 1993, 351)। এককথায় মাতৃদুগ্ধ সংরক্ষণাগারকেই হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক বলা হয়ে থাকে।

মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

দুধ দান করার মতো অবস্থা থাকলেই সব মহিলা দান করতে পারবে না। কোন কোন মহিলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (Bharadva & Others, 2014, 51/472)

যে সকল মহিলা দুধ দান করতে পারবে:

১. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী
২. নিয়মিত কোন ঔষধ সেবন করছেন না
৩. কোন প্রকার সাপ্লিমেন্টস গ্রহণ করছেন না
৪. যে কোন প্রকার ইনফেকশন (সংক্রমণ) যাচাই করার জন্য রক্ত পরীক্ষা করতে প্রস্তুত
৫. স্বীয় সন্তানকে পান করানোর পরও পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ অবশিষ্ট থাকে।

যে সকল মহিলা দুধ দান করতে পারবে না:

১. নেশাজাত দ্রব্য, তামাকজাত দ্রব্য বা নিকোটিন সেবন করে
২. নিয়মিত দুই আউন্সের বেশি পরিমাণ অ্যালকোহল গ্রহণ করে
৩. HIV, HTLV, HBs এর পরীক্ষায় পজিটিভ রিপোর্ট
৪. তার সঙ্গীর উপরোল্লিখিত ভাইরাস পজিটিভ
৫. সর্বশেষ ১২ মাসের ভেতর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছেন বা রক্ত নিয়েছেন
৬. নিপলে ফাঙ্গাল ইনফেকশন রয়েছে।

যেভাবে সংরক্ষণ করতে হবে

১. রেফ্রিজারেশন
২. পাস্তুরিতকরণ
৩. মজুদকরণ
৪. ল্যাবেলিং
৫. ডাটা সংরক্ষণ

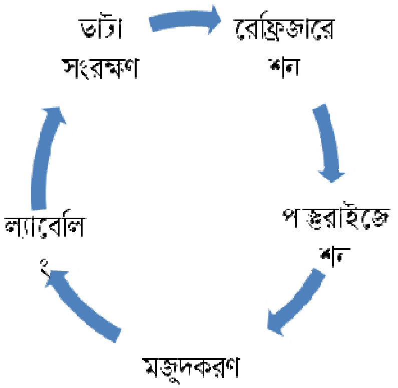

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

ব্লাড ব্যাংক[৬], আই (কর্নিয়া) ব্যাংক[৭], অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্ট ব্যাংক[৮]সহ নিকট অতীতে বিকশিত হওয়া বেশকিছু ব্যাংক পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করার ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা শুরু হয় (Al-Sibāyī & Al-Bār 1993, 351)। তবে প্রথম মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। এরপর থেকে মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে বিভন্ন রকম ইতিবাচকতা-নেতিবাচকতা জায়গা করে নিয়েছে। ১৯৪৩ সালে আমেরিকান এসোসিয়েশন অব পেডিয়াট্রিকস প্রথম হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক গাইডলাইন তৈরি করে। আশির দশকে এইডস ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মিল্ক ব্যাংক-এর আলোচনা নাটকীয়ভাবে কমে যায়। নব্বই-এর দশকে মিল্ক ব্যাংক-এর নিরাপত্তা ও সুবিধাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণাদি প্রকাশের পর আবার জনমনে এ ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হয় (Ghaly 2012, 26(3)/117-118)।

১৯৯৮ সালে ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলে এই ব্যাংক ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ব্রাজিলে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাজিলিয়ান নেটওয়ার্ক অব হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকস। ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ল্যাটিন আমেরিকা অঞ্চলে এখন পর্যন্ত মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ

---

৬. ১৯১৪ সালে আর্জেন্টাইন ডাক্তার লুইস এগোট সর্বপ্রথম সফল রক্তদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ১৯৩০ সালে রুশ সার্জন সার্জেই ইউদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি ইনস্টিটিউটে সর্বপ্রথম ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন।
৭. ১৯০৫ সালে এডোয়ার্ড কনার্ড জিরম সর্বপ্রথম সফল কর্নিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্পন্ন করেন। ১৯৪৮ সালে বিখ্যাত মর্কিন অপথ্যালমোলোজিস্ট আর. টাউনলি প্যাটন নিউ ইয়র্কে বিশ্বের সর্বপ্রথম আই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন।
৮. ১৯৫৪ সালে বোস্টনে সর্বপ্রথম সফল অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্ট সম্পন্ন হয়।

করেছে ৩০১টি, যার মধ্যে কেবল ব্রাজিলেই রয়েছে ২১৮টি। ইউরোপীয় হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক এসোসিয়েশনের তথ্য মতে, ইউরোপের ২০টির বেশি দেশে মিল্ক ব্যাংক রয়েছে ২৩৯টি প্রায়। সবচেয়ে বেশি ৩৭টি ব্যাংক রয়েছে ইতালিতে, ৩৬টি ফ্রান্সে, ২৮টি সুইডেনে এবং ২০টি রয়েছে জার্মানিতে। উত্তর আমেরিকায় ২৯টি, আফ্রিকায় ৩টি এবং এশিয়ায় ভারত ও চীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েকটি ব্যাংক। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ২০১৬ সালে তাবরিজ শহরে মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ইরান।

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের গুরুত্ব

১. মাতৃদুগ্ধকে মানব শিশুর জন্য অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা।

২. মাতৃদুগ্ধকে এন্টিবডি তৈরিতে সবচেয়ে কার্যকর হিসেবে প্রাধান্য দেয়া।

৩. গরুর দুধ, মহিষের দুধ, ভেড়ার দুধ কিংবা ছাগলের দুধের জন্য যেমন সংবেদনশীলতা রয়েছে, শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের প্রতি তেমন সংবেদনশীলতা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. মাতৃদুগ্ধ শিশুকে বিভিন্ন প্রকার ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে, যেগুলো পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র কিংবা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আক্রান্ত করতে পারে।

৫. মাতৃদুগ্ধে বিশেষভাবে কলস্ট্রাম (শালদুধ) প্রচুর পরিমাণে ইমিউন সেল থাকে। আরো অধিক পরিমাণে ইমিউন বডি থাকে, যা শিশুর পরিপাকতন্ত্র ও শ্বসনতন্ত্রকে রক্ষা করে।

৬. মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জিংক সরবরাহ করে, যার পরিমাণ গরুর দুধ, মহিষের দুধ বা অন্য কোন প্রাণীর দুধে পাওয়া যায় না।

উপর্যুক্ত কারণসমূহ বিবেচনায় চিকিৎসকরা মহিলাদের তাদের সন্তানকে দুধ পান করানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে মায়ের অসুস্থতার কারণে কিংবা দুধের অপর্যাপ্ততার কারণে সন্তানকে মায়েরা পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খাওয়াতে পারেন না। এহেন পরিস্থিতি বিবেচনায় যে সকল মায়ের দুধ অতিরিক্ত থেকে যায় কিংবা যাদের সন্তান মারা যায় তাদের দুধ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা ও যাদের প্রয়োজন তাদের সরবরাহ করার নিমিত্তে মিল্ক ব্যাংক ধারণার সৃষ্টি হয় (Al-Sibāyī & Al-Bār 1993, 352)।

যে ধরনের শিশুদের জন্য দুধ সংরক্ষণ করা হবে

১. প্রি-ম্যাচিউর শিশু: যে সকল শিশুরা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে।

২. যে সকল শিশুর জন্মের সময় ওজন কম থাকে। নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করেই জন্ম নেয়, কিন্তু তাদের ওজন যথেষ্ট থাকে না।

৩. ইনফেকশাস শিশু: যে সকল শিশুরা জন্মের সময় মারাত্মক ইনফেকশন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এদের জন্য এন্টিবডি সমৃদ্ধ মাতৃদুগ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৪. যে সকল শিশুর জন্মের সময় তাদের মা মারা যায়।

৫. যে সকল শিশু মায়ের স্তন থেকে পর্যাপ্ত দুধ পায় না।

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সাবধানতা/সতর্কতাসমূহ

১. **শার‘ঈ সাবধানতা:** মিল্ক ব্যাংকে সংরক্ষিত দুধ পানের মাধ্যমে দুগ্ধদানকারিণী মহিলা ও দুধপানকারী শিশুর মাঝে দুধ মা ও সন্তানের সম্পর্ক স্থাপিত হবে। সেই দুধ খাঁটি হোক কিংবা মিশ্রিত হোক, আগুনে ফুটানো হোক কিংবা না হোক, একজন মায়ের দুধ হোক কিংবা একাধিক মায়ের দুধ হোক, দুধের পরিমাণ কম হোক কিংবা বেশি হোক; এসব বিষয়ে বিজ্ঞ ফকীহগণের মাঝে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া কিংবা না হওয়া নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তাই হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্বে অবশ্যই শার‘ঈ সাবধানতার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রায়ই মিল্ক ব্যাংক থেকে দুধ ক্রয় করে আনতে দেখা যায়। মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মায়ের দুধের মর্যাদা সমুন্নত রাখার স্বার্থে অনেক বিজ্ঞ ফকীহ এটিকে হারাম বলেছেন। ইমাম আহমাদ রহ. ও কতিপয় শাফি‘ঈ ফকীহ এটি মাকরূহ বলেছেন। (Al-Dibasī, 476)।

২. **অর্থনৈতিক সাবধানতা:** এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বলেই এখন পর্যন্ত কয়েকটি উন্নত দেশ, বিশেষভাবে ইউরোপের কিছু দেশ, ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশে এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত, অনুন্নত দেশসমূহে এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা অনেকটা কষ্টসাধ্য ও দুরূহ বিষয়। বিশেষভাবে প্রযুক্তিগত যেই সামর্থ্য থাকা দরকার (ডাটাবেইজ সংরক্ষণ, মাতৃদুগ্ধ সংরক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ, সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি), তা উন্নত দেশে পাওয়া গেলেও অন্য দেশসমূহে অপ্রতুল। এছাড়াও এই ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হলে উন্নত দেশগুলোতে মাতৃদুগ্ধ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় রূপ নিতে পারে। দরিদ্র পিতা-মাতাকে লাভবান হওয়ার লোভ দেখিয়ে দুধ বিক্রিতে উদ্বুদ্ধ করা হতে পারে।

৩. **সামাজিক সাবধানতা:** মিল্ক ব্যাংক-এর প্রসার ঘটলে সুস্থ-সবল, সক্ষম মহিলারাও তুচ্ছ কারণে দুধ পান করানো ছেড়ে দিবে। বিশেষ করে ধনী শ্রেণির মহিলার নিজেদের সৌন্দর্য্য ধরে রাখা কিংবা দুধ খাওয়ানোকে ঝামেলা মনে করে দুধ পান করানো ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। এটিকে মায়ের দুধের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, যা মায়ের উপর সন্তানের মানবিক অধিকারকে খর্ব করবে। (Al-Sibāyī & Al-Bār 1993, 354)

তৃতীয় পর্ব:

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার হুকুম: একটি শার‘ঈ পর্যালোচনা

তাবৎ পৃথিবীর বিজ্ঞ আলিম ও ফকীহগণ হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার হুকুম বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করতে গিয়ে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, সেটি হলো মিল্ক ব্যাংক থেকে দুধ পানের মাধ্যমে দুধদানকারিণী মহিলা ও

দুধপানকারী শিশুর মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়া কিংবা না হওয়া। এই অতীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করে অত্র প্রবন্ধের প্রথম পর্বে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের অভিমত, অন্য বিশিষ্ট ফকীহদের অভিমত, বিশেষভাবে আধুনিক যুগের ফকীহগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় পর্বে হিউমান মিল্ক ব্যাংক-এর পরিচয়, প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সাবধানতা ও সতর্কতাসমূহ, ব্যাংকে মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং যে ধরনের শিশুদের জন্য মিল্ক ব্যাংক থেকে দুধ সরবরাহ করা হবে- প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিজ্ঞ ফকীহগণের অভিমতসমূহ ও হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের কার্যক্রমের ধরন বিবেচনা করে বক্ষ্যমাণ পর্বে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার হুকুম সম্পর্কে শার‘ঈ দলীলনির্ভর, বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবিক আলোচনা পেশ করতে চেষ্টা করা হবে।

সমসাময়িক ফকীহগণ হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি তিনটি অভিমত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ধারাবাহিকভাবে উক্ত তিনটি অভিমত, অভিমতের পক্ষে-বিপক্ষে ফকীহগণের অবস্থান, এগুলোর পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তিসমূহ তুলে ধরার মাধ্যমে একটি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হবে।

প্রথম অভিমত: হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হারাম

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং এই ব্যাংক থেকে শিশুকে দুধপান করানোকে এই মতের প্রবক্তারা হারাম বলেছেন। এটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ১৯৮৫ সালের ২২-২৮শে ডিসেম্বর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) দ্বিতীয় সম্মেলনে মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উপস্থাপিত শার‘ঈ ও বিজ্ঞানবিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধের উপর আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তটি এভাবে লেখা হয়েছে-

قرر ما يلي :

أولاً : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي .

ثانياً : حرمة الرضاع منها.

১. মুসলিম বিশ্বে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হারাম।
২. এই ব্যাংক থেকে কোন শিশুকে দুধ পান করানোও হারাম। (Decision No. 6(6/2), International Islamic Fiqh Academy)।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ রাদা‘ শব্দের যেই অর্থ গ্রহণ করেছেন (যেভাবে পান করলে রাদা‘-এর শার‘ঈ হুকুম দেয়া যাবে), সেই অর্থ ও হুকুম অনুযায়ী বিজ্ঞ ফকীহগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মিল্ক ব্যাংক থেকে যে কোন উপায়ে কোন

শিশুকে দুধ পান করালেই রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। এই মতের সমর্থনে ১৯৮৫ সালের ১৫-১৭ জানুয়ারি কুয়েতে অনুষ্ঠিত নাদওয়াতুল ইনজাবে অংশগ্রহণকারী একদল ফকীহ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারা হলেন- ড. আহমদ আল ফুন্দুর, শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালিক, শায়খ আব্দুল্লাহ আল বাসাম, শায়খ তাকী উসমানী, শায়খ মুহাম্মদ আল মুখতার আস সালামী, শায়খ রজব আত-তামিমী, মুস্তাফা যারকা। শায়খ ‘উছাইমীন উক্ত মতের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য যে, রাদা‘ শব্দের অর্থ ও রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দুধপানের পদ্ধতি প্রসংগে শার‘ঈ দৃষ্টিভঙ্গি প্রবন্ধের প্রথম পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই স্তরে নাকলী দলিলের পাশাপাশি এই অভিমতের পেছনে কতগুলো আশংকা সামনে রেখে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সেই আশংকাগুলো সর্বোচ্চ কতটুকু কঠিন আকার ধারণ করতে পারে, তা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

সন্দেহ-সংশয়সমূহ:

১. হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক থেকে দুধপান করলে দুধদানকারিণী ও দুধপানকারীর মধ্যে রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। ফলশ্রুতিতে একে অপরের পরিচয় ও তথ্যাদি সংরক্ষণ না করার কারণে কিংবা অবগত না থাকার ফলে ভবিষ্যতে হারাম বিবাহে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

২. যেই শিশুকে মিল্ক ব্যাংক থেকে দুধ পান করানো হবে, এই শিশু আল্লাহ তাআলার রহমতে একদিন বড় হবে। সে নিশ্চয়ই একদিন কাউকে বিয়ে করতে চাইবে। তখন সে তার নিজের দুধ-বোনকেও বিয়ে করার একটি সম্ভাবনা তৈরি হবে, যেটি ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। কারণ শিশুটি জানবে না, যেই মায়ের দুধ (সংরক্ষণকৃত দুধ) সে পান করেছে, সেই মায়ের দুধ আরো কারা কারা পান করেছিলো।

   উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, হাওয়া নাম্নী একজন মহিলার কাছ থেকে কোন একটি মিল্ক ব্যাংক এক বোতল দুধ সংগ্রহ করেছে। সর্বনিম্ন তিন মাস থেকে সর্বোচ্চ আঠারো মাস পর্যন্ত মিল্ক ব্যাংকে পাস্তুরিত দুধ সংরক্ষণ করে রাখা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে প্রথমে আব্দুল্লাহ নামক একজন শিশুকে দুধ পান করানো হলো, তারপর মরিয়ম নাম্নী অপর একটি শিশুকেও একই বোতল থেকে দুধপান করানো হলো। তাহলে আব্দুল্লাহ ও মরিয়ম দুধ ভাই-দুধ বোন হিসেবে পরিগণিত হবে। এরপর যদি একই বোতল থেকে আব্দুর রহমান নামক অন্য কোন শিশুকে কিংবা আসিয়া নাম্নী অন্য কোন মেয়ে শিশুকে দুধপান করানো হয়, তাহলে এরা প্রত্যেকেই একে অপরের দুধ ভাই-দুধ বোন হিসেবে বিবেচিত হবে।

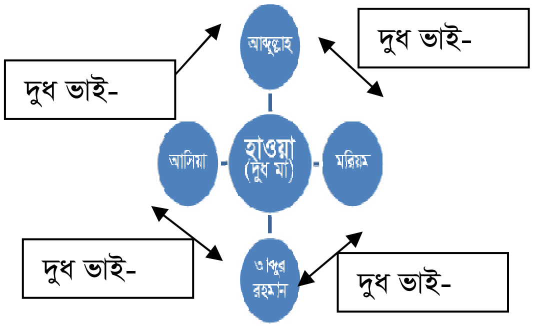

এবার সমস্যা যেটি দাঁড়াবে, তা হলো ঐ বোতলের দুধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর দুধদানকারিণী মহিলা এবং দুধপানকারী শিশুদের সবাইকে মিল্ক ব্যাংকের পক্ষ থেকে পরস্পরের পরিচয় ও তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে, যেন এরা বড় হওয়ার পর বিবাহের সময় একে অপরের পরিচয় সম্পর্কে যাচাই করে নিতে পারে। বলাটা খুব সহজ হলেও এটি বাস্তবায়ন করাটা বেশ কঠিন এবং অসম্ভবপ্রায়।

৩. আরো অধিক গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো, এই শিশুটি জানবেই না, যে সংরক্ষিত দুধ তাকে পান করানো হয়েছে, সেখানে কতজন মায়ের দুধ ছিলো। কেননা, এক্ষেত্রে ঐ সকল মহিলা তার দুধ মা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং পবিত্র কুরআনের হুকুম অনুসারে দুধ মা, দুধ মায়ের মা, দুধ মায়ের বোন (কেননা তারা তার দুধ খালা), দুধ বোন, নানী-দাদী এভাবে উর্ধ্বতন সকল মহিলা, দুধ মায়ের কন্যা, দুধ মায়ের নাতনী এভাবে অধস্তন সকল মহিলাকে বিবাহ করা ঐ শিশুটির জন্য হারাম। এমনকি, যে সকল মহিলার দুধ পান করেছে তাদের স্বামীরা শিশুটির দুধ পিতা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দুধ পিতার মা, দুধ পিতার মায়ের মা, দাদী-নানী এভাবে উর্ধ্বতন সকল মহিলাকে বিবাহ করা শিশুটির জন্য হারাম।

উদাহরণস্বরূপ এখানেও বলা যেতে পারে যে, কোন একটি মিল্ক ব্যাংক পাঁচজন মায়ের দুধ সংগ্রহ করে একত্রে জমা করে রেখেছে। সেখান থেকে যদি কোন শিশুকে দুধপান করানো হয়, সে তো কখনোই জানবে না সেখানে কতজনের দুধ সে পান করেছে কিংবা কোন মহিলা তার দুধ মা হয়েছে, কিংবা কোন মহিলার কতটুকু দুধ পান করেছে, কিংবা কোন মহিলার কাছ থেকে কতবার দুধ পান করেছে। অথবা যদি কোন মিল্ক ব্যাংক পাঁচজন মহিলার দুধ সংগ্রহ করে পৃথক পাঁচটি বোতলে রাখে এবং কোন একটি শিশুকে পৃথক পৃথক বোতল থেকে দুধ পান করানো হয়, সেক্ষেত্রেও ঐ শিশুর কতজন দুধ মা হয়েছে, সেটা হিসেব রাখা কঠিন হয়ে যাবে।

এখানে সমস্যা যেটি দাঁড়াবে, তা হলো ঐ সকল দুধ মা-এর সাথে রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার ফলশ্রুতিতে আরো বহু মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়ে যাবে, যার সবগুলো সম্পর্কের হিসেব রাখা অসম্ভবপ্রায়। আর তখনই হারাম বিবাহে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিবে।

৪. দুধপান করানোর মতো একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ মর্যাদা হারানোর সম্ভাবনা তৈরি হবে।

৫. দরিদ্র মায়েরা নিজেদের সন্তানকে দুধপান না করিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য মিল্ক ব্যাংকে দুধ বিক্রি করে দেয়ার আশংকা তৈরি হবে।

৬. ধনী শ্রেণির মায়েরা শারীরিক সৌন্দর্য্য নষ্ট না করার অজুহাতে নিজের সন্তানকে দুধ পান না করিয়ে মিল্ক ব্যাংক থেকে দুধ এনে খাওয়ানোর আশংকা দেখা দিবে।

দ্বিতীয় অভিমত: হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠ করা জায়িয

হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা ও এই ব্যাংক থেকে শিশুকে দুধপান করানো জায়িয। এই মতের প্রবক্তারা হলেন- মিশরের দারুল ইফতার গ্র্যান্ড মুফতি (১৯৮২-১৯৮৫) আব্দুল লতীফ হামযা রহ. (মৃ. ১৯৮৫) ও প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার শায়খ ইউসুফ আল কারযাভী।

যাহিরী মাযহাবের ইমাম দাউদ আয-যাহিরী রহ., হাম্বলী মাযহাবের দ্বিতীয় রিওয়ায়ত, ইমাম আল লাইছ বিন সা‘দ রহ., ইবনু হাযম রহ. প্রমুখ রাদা‘ শব্দের যেই অর্থ গ্রহণ করেছেন (শিশুকে অবশ্যই মুখ দিয়ে মায়ের স্তন স্পর্শ করে দুধ পান করতে হবে, তবেই রাদা‘আহ বলে বিবেচিত হবে), সেই অর্থ ও হুকুম অনুযায়ী কতিপয় ফকীহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মিল্ক ব্যাংক থেকে কোন শিশুকে দুধ পান করালে রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এখানে রাদা’ -এর অর্থ অনুযায়ী শিশু দুধপান করছে না, তাই হুকুম দেয়া যাবে না।

তাদের মতের পক্ষে আরো কতিপয় আলিম সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তারা হলেন- ড. খালিদ মাদকুর, ড. বদর আল-মুতাওয়াল্লী আবদুল বাসিত, অধ্যাপক ডা. ঘাসসান হাতহুত, ড. মুহাম্মদ আলী আত-তাসখীরী। (Al-Jamrān, 618)

যুক্তিসমূহ:

১. যেহেতু রাদা‘ শব্দের অর্থ নিয়েছেন- শিশুর মুখ দিয়ে মায়ের স্তন স্পর্শ করা ও স্তন থেকে দুধপান করা, সুতরাং হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক থেকে যেভাবেই দুধপান করুক না কেন এটি আলকুরআনে কিংবা হাদীসে বর্ণিত রাদা‘ হবে না। কারণ এখানে মায়ের স্তন থেকে সরাসরি দুধপান করার কোন সুযোগই থাকছে না। ফলশ্রুতিতে মাতৃদুগ্ধ মায়ের পরিচয়সহ বোতলে সংরক্ষণ করুক বা না করুক, কিংবা কোন নারীর দুধ একবার পান করুক বা একাধিকবার পান করুক, কিংবা একজন নারীর দুধের সাথে অন্য কোন নারীর দুধ মেশানো হোক বা না হোক, কিংবা মাতৃদুগ্ধের সাথে তরল/শুকনো খাবার মেশানো হোক বা না হোক, দুধ আগুনে ফুটানো হোক বা না হোক; কোন অবস্থাতেই রাদা‘আহ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না।

২. আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো, সন্দেহের মাধ্যমে যেহেতু নিশ্চিত বিশ্বাসের উপকারিতা অর্জিত হয় না, তাই এখানে যদি কোন শিশু কোন মহিলার

দুধপান করেছে সে বিষয়ে অবগত না থাকে, কিংবা বহু মায়ের দুধ একত্রে সংরক্ষণ করে রাখার কারণে যদি কারোর পক্ষেই দুধদানকারিণী মায়ের পরিচয় নিশ্চিত করা না যায়, সেক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে না। আর বর্তমানে যেহেতু মিল্ক ব্যাংকগুলোতে সবার তথ্যাদি সংগ্রহ করা ও উভয়কে সরবরাহ করা হয় না বা করলেও খুব সতর্কতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় না; তাই কোন শিশুর পক্ষেই তার দুধ মায়ের পরিচয় জানার সুযোগ থাকছে না। সুতরাং সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কাউকে বিবাহ করা হারাম ফাতওয়া দেয়া সঠিক নয়।

৩. মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মুসলমানের প্রয়োজন বিবেচনা করে الأخذ بالاحوط (Adopting the most cautious) এবং الأخذ بالأيسر (Adopting the most lenient)- এ দুটি নীতির মাঝে শায়খ কারযাভী الأخذ بالأيسر (Adopting the most lenient) নীতিকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনি মূলত এমন পরামর্শ দিয়েছেন (Al-Qardhābī 2000, 2/258)।

কিন্তু, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইনের অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকহ বোর্ড ও একই সাথে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ-এর সদস্য আলী আল-কারদাঘী উক্ত যুক্তির প্রত্যুত্তরে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে الأخذ بالاحوط (Adopting the most cautious) গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত দেন। কারদাঘী তাঁর মতের পক্ষে রাসুলুল্লাহ স.-এর একটি হাদীসের বিবৃতি উল্লেখ করেন। উকবাহ ইবনুল হারিছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ» أَوْ نَحْوَهُ

আমি একজন মহিলাকে বিবাহ করেছি। তারপর একদিন একজন মহিলা (কারো কারো মতে, তার নাম যায়নাব) আমার কাছে এসে বললেন, আমি তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছি। আমি রাসুলুল্লাহ স.-এর কাছে গেলাম (বিষয়টি অবগত করার জন্য)। রাসুলুল্লাহ স. বললেন, কিভাবে (তাকে তুমি তোমার স্ত্রী হিসেবে রাখবে) যখন বলা হয়েছে যে, (তোমরা দুইজন দুধভাই-বোন ছিলে), তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। (Al-Bukhārī 1422H., 3/173, H. 2660)।

উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে এটি বোধগম্য যে, সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার জন্য রাসুলুল্লাহ ‘উকবাহকে এমন পরামর্শ দিয়েছেন। শায়খ কারদাঘী তাই হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে الأخذ بالاحوط (Adopting the most cautious) গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

৪. ইবনু কুদামাহ রহ.-এর দলীলের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে শায়খ কারযাভী বলেন, যদি যেকোনভাবে হাড্ডি-মাংস বৃদ্ধিতে প্রভাব রাখলেই সেটি নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হতো, তবে কোন মহিলা কর্তৃক শিশুকে রক্তদানের মাধ্যমে সেখানেও নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হতো এবং মহিলাটি শিশুর মা হিসেবে বিবেচিত হতো। কেননা, শরীরের বৃদ্ধিতে রক্ত কণিকার প্রভাব এবং এর দ্রুত কার্যকারিতা দুধের চেয়ে অনেক বেশি। (Al-Qardhābī 2000, 2/258)।

দ্বিতীয় অভিমতের পক্ষ থেকে প্রথম অভিমতের সমর্থনে উল্লেখিত সন্দেহ-সংশয়সমূহের প্রত্যুত্তর

১. সংশয় নং ১, ২, ও ৩-এর জবাব হিসেবে দ্বিতীয় অভিমতের ১ নম্বর যুক্তিই যথেষ্ট। অর্থাৎ রাদা‘ শব্দের অর্থ- শিশুর মুখ দিয়ে মায়ের স্তন স্পর্শ করা ও স্তন থেকে দুধপান করা। সুতরাং হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক থেকে যেভাবেই দুধপান করুক না কেন এটি কুরআনে কিংবা হাদীসে বর্ণিত রাদা‘আহ হবে না। কারণ, এখানে কোন মায়ের স্তন থেকে সরাসরি দুধপান করার কোন সুযোগই থাকছে না।

২. সংশয় নং ৪, ৫ ও ৬ হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনায় দুর্বল। কারণ কোন মা তাঁর শিশুকে দুধ পান না করিয়ে দুধ বিক্রির ব্যবসা শুরু করে দিতে পারে, কিংবা কোন মহিলা শারীরিক সৌন্দর্য্য ধরে রাখার জন্য নিজের সন্তানকে দুধ পান না করিয়ে মিল্ক ব্যাংক থেকে খাওয়াবে; এই আশংকার উপর ভিত্তি করে একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়কে হারামের হুকুম দেয়া যায় না।

প্রত্যুত্তরের জবাব: এখানে প্রত্যুত্তরের জবাবে যা বলা যায়, তা হলো রাদা‘ শব্দের শাব্দিক অর্থ নেয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের অভিমতকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই। বরং কুরআন-হাদীসের দালীলিক ভিত্তি, অভিধানসমূহের ব্যাখ্যা, বিজ্ঞ ফকীহগণের পক্ষ থেকে প্রদত্ত পারিভাষিক পরিচয় ও পারিপার্শ্বিক যুক্তিসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের অভিমতকে প্রাধান্য দেয়া বাঞ্ছনীয়। তাই প্রত্যুত্তর নম্বর- ১ গ্রহণ করা যাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে আশংকা নং ১, ২, ও ৩ এর সন্দেহ-সংশয় বিদ্যমান থেকে যাচ্ছে। আর প্রত্যুত্তর নম্বর-২ সার্বিক বিবেচনায় যৌক্তিক বিধায় এটি গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। সুতরাং দ্বিতীয় অভিমতের ব্যাপারে স্পষ্ট ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় অভিমত: শর্তসাপেক্ষে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা জায়িয

একান্ত বাধ্য হলে (বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে) হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ব্যাংক থেকে শিশুকে দুধপান করানো- দুটি শর্তসাপেক্ষে জায়িয। প্রথম শর্তটি হলো- মাতৃদুগ্ধের প্রতি শিশুর অতীব প্রয়োজন দেখা দেয়া, আর দ্বিতীয় শর্ত হলো- প্রতিষ্ঠার সময় এবং কার্যক্রম পরিচালনায় কঠোর

সতর্কতা অবলম্বন ও নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সজাগ থাকা। যেমন- প্রত্যেক বোতলে দুধদানকারিণীর নাম ও পরিচয় লিখে রাখতে হবে, রেজিস্ট্রেশন বুকে রেকর্ড রাখতে হবে, সেই দুধ থেকে যেই শিশুকে দুধ দেয়া হবে, ঐ শিশুর নাম ও পরিচয় লিখে রাখতে হবে এবং ঐ শিশুর সব তথ্য রেকর্ড রাখতে হবে; পাশাপাশি দুধদানকারিণী ও দুধপানকারী শিশুর উভয়কে উভয়ের পরিচয় ও তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে। এটি ড. মুহাম্মাদ আল-আশকার[৯]-এর অভিমত। এ মতের সমর্থনে আরো যারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তারা হলেন- শায়খ বদর আল-মুতাওয়াল্লী আব্দুল বাসিত[১০], শায়খ ইবরাহীম আদ-দাসুকী[১১], ড. উমর আল-আশক্বার[১২], শায়খ ইজ্জুদ্দীন তুনী[১৩], শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালিক[১৪], ড. যাকারিয়া আল বিররী[১৫], অধ্যাপক ডা. হাসসান হাতহুত[১৬]সহ কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ডাক্তার। (Al-Sibāyī & Al-Bār 1993, 365)

সমসাময়িক অধিকাংশ ফকীহ মিশরের দারুল ইফতার গ্র্যান্ড মুফতী আব্দুল লতিফ হামযা ও ইসলামিক স্কলার শায়খ ইউসুফ আল-কারযাভীর অভিমতের প্রত্যুত্তরে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এবং তাদের হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বৈধতার মাসআলায় বিরোধিতা করে এটিকে হারাম বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই অত্যধিক প্রয়োজনের সময় মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছুটা উদারতা দেখাতে গিয়ে শর্তসাপেক্ষে জায়িয বলেছেন। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে শুরু থেকেই কঠোর সতর্কতার নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন- প্রত্যেক বোতলে দুধদানকারিণীর নাম ও পরিচয় লিখে রাখতে হবে, রেজিস্ট্রেশন বুকে রেকর্ড রাখতে হবে, সেই দুধ থেকে যেই শিশুকে দুধ দেয়া হবে, ঐ শিশুর নাম ও পরিচয় লিখে রাখতে হবে এবং ঐ শিশুর সব তথ্য রেকর্ড রাখতে হবে; পাশাপাশি দুধদানকারিণী ও দুধপানকারী শিশুর উভয়কে উভয়ের পরিচয় ও তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে। এগুলো করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে হারাম বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসবে।

প্রথম অভিমতের সন্দেহ-সংশয়সমূহ দূরীকরণে আবশ্যিকভাবে পূরণীয় শর্তসমূহ

এখানে প্রথম অভিমতের আশংকাসমূহের প্রত্যুত্তরে আমরা কিছু শর্ত আরোপ করতে পারি। এই শর্তগুলো পূরণ করে যদি আশংকাসমূহ দূর করার কোন প্রকার সুযোগ

৯. কুয়েতের আল-মাউসুয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহ বিশেষজ্ঞ।
১০. কুয়েতের আল-মাউসুয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহর কোষাধ্যক্ষ।
১১. মিশরের ত্রাণমন্ত্রী।
১২. কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের অধ্যাপক।
১৩. আল-মাউসুয়াহ আল-ফিকহিয়্যাহর গবেষক।
১৪. কুয়েতের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত।
১৫. কুয়েতের ফাইন্যান্স হাউজের উপদেষ্টা।
১৬. কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা ও প্রসূতি রোগবিশেষজ্ঞ।

তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা তৃতীয় অভিমতের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করতে পারবো, ইন্‌শাআল্লাহ। শর্তসমূহ:

১. মাতৃদুগ্ধ অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা যাবে না।

২. মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ করার পর অবশ্যই পৃথক পৃথক বোতলে সকল আইডেন্টিটি উল্লেখ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এমন পরিস্থিতিতে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক দুধ সরবরাহ করতে পারবে, যখন কোন শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য এবং এমন কোন নিকটাত্মীয় কিংবা কোন প্রতিবেশী নেই, যে শিশুটিকে দুধপান করাতে সক্ষম। (উল্লেখ্য যে, যদি নিকটাত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীর মাঝে এমন কোন মহিলাকে পাওয়া যায়, তাহলে সেটিই হবে ইসলামী শরী‘আতের আলোকে সর্বোত্তম মাধ্যম)। শিশুর জীবন রক্ষার অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে, তখনই কেবল হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক থেকে দুধপান করানোর চিন্তা করতে হবে।

৪. হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক থেকে ন্যূনতম পরিমাণ উপকার লাভ করা প্রত্যেক স্টেইকহোল্ডার (দুধদানকারিণী, দুধপানকারী, উভয়ের পারিবারিক ও বংশীয়)-এর যাবতীয় তথ্যাদি (নাম, পরিচয়, বংশ, ঠিকানা) নির্দিষ্ট রেজিস্টার বুকে/ডাটাবেইজ-এ নথিভুক্ত (ডিজিটাল) করে রাখতে হবে।

৫. হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক থেকে ন্যূনতম পরিমাণ উপকার লাভ করা প্রত্যেক স্টেইকহোল্ডার (দুধদানকারিণী, দুধপানকারী, উভয়ের পারিবারিক ও বংশীয়)-এর যাবতীয় তথ্যাদি (নাম, পরিচয়, বংশ, ঠিকানা) পরস্পরকে সরবরাহ করতে হবে।

৬. শুধু তাই নয়, যথাসম্ভব উভয়ের পরিবারের নিকটাত্মীয়দের পরিচয় পরস্পরকে সরবরাহ করার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

৭. একজন দুধদানকারিণী মহিলার দুধ যতগুলো শিশুকে পান করানো হবে, প্রত্যেক দুধপানকারী শিশুর পরস্পরকে পরস্পরের যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে এবং সেই মহিলাকে প্রত্যেক দুধপানকারী শিশুর যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

৮. ১, ২, ও ৩ নম্বর শর্ত পূরণ করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রযুক্তিগত সক্ষমতা। প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে সম্ভবপর সর্বোচ্চ পন্থায় এই ডাটা সংরক্ষণের জন্য হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আর্থিক ও টেকনোলজিক্যাল সক্ষমতা যাচাই করে নিয়ে তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বহু বছর পর যখন শিশুরা বড় হবে, তখন বিবাহের পূর্বে প্রয়োজনে নিজেরা চেক করে নিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিবে।

৯. প্রত্যেক শিশুকে সর্বোচ্চ ৩ থেকে ৫ জন মায়ের দুধপান করানো যেতে পারে এবং প্রত্যেকের তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

১০. অথবা একজন শিশুকে ৫০-২০০ জন মায়ের দুধ (মিশ্রিত) পান করানো যেতে পারে, যেন কোন মায়ের কাছ থেকেই নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যকবারের সমপরিমাণ দুধপান করা না হয়।

১১. সংশয় নং ৪, ৫ ও ৬ এর প্রত্যুত্তরে প্রত্যেক হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের একটি "ইথিক্যাল উইং" রাখা যেতে পারে, যারা মনিটর করবে, কেউ নিজস্ব সন্তানকে দুধপান না করিয়ে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে টাকা উপার্জনের জন্য দুধ বিক্রি করার মানসে দুগ্ধদান করতে চায় কিনা এবং কোন মহিলা শারিরীক সৌন্দর্য্য ধরে রাখার অজুহাতে নিজের সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করে বিকল্প হিসেবে মিল্ক ব্যাংক থেকে দুধপান করাতে চায় কি না। এসব বিষয়ে সঠিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হলে আশংকাগুলো দূর করে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধা থাকার সুযোগ কমে আসবে।

অগ্রগণ্য অভিমত

উপর্যুক্ত অভিমতসমূহ এবং এগুলোর পক্ষে উপস্থাপিত দলীলসমূহ, সন্দেহ-সংশয়সমূহ এবং এগুলোর প্রত্যুত্তর, প্রত্যুত্তরের জবাব, সকল সাবধানতা ও সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ শেষে বলা যায় যে, হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শার‘ঈ হুকুমের ক্ষেত্রে তৃতীয় অভিমত (অর্থাৎ একান্ত বাধ্য হয়ে যদি প্রতিষ্ঠা করতেই হয়, তবে কঠোর সতর্কতার পাশাপাশি উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পূরণ করা সাপেক্ষে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা জায়িয সংক্রান্ত মত) কে গ্রহণ করা যেতে পারে। (নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন সর্বজ্ঞ, সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী।) ভবিষ্যতে সমসাময়িক ফকীহগণের নাকলী ও ‘আকলী দলীলনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হয়তো আরো শক্তিশালী ও যৌক্তিক সমাধান বের করে আনতে পারে।

সমাপনী

প্রতিবছর অসংখ্য নবজাতক জন্ম নেয়, যাদের ওজন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম, আবার অনেক নবজাতক মায়ের গর্ভে নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করার পূর্বেই জন্ম নেয়। এ ধরনের নবজাতকদের জন্য এবং যে সকল নবজাতকের জন্মের সময় তাদের মা মারা যায়, এদেরকে মায়ের দুধের সকল উপাদান লাভে সহযোগিতা করার জন্য মাতৃদুগ্ধ সংরক্ষণের ধারণার উদ্ভব। আর সেই কল্যাণের বিষয়টি খেয়াল রেখেই এই প্রবন্ধে ইসলামী শরী‘আতের আলোকে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করে একান্ত অপারগ অবস্থায় শর্তসাপেক্ষে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতকে যুক্তিযুক্ত বলে অভিমত প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের বিধান লংঘন না করে, উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে যদি এটি করা সম্ভব হয়, তবে তা অবশ্যই মুসলিম উম্মাহর জন্য বৃহৎ কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

Bibliography

Al-Qurān Al-Karim.

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Azdī al-Sijistānī. 2005. *Al-Sunan*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Buhūtī, Mansūr ibn Yūnus al-Ḥambalī. 1996. *Sharḥ Muntahā al-Irādāt*. Beirut: ‘Alam al-Kutub.

—. 2009. *Kashf al-Kinā alā Matn al-Iqnā*. Beirut: ‘Alam al-kutub, Dār al-Fikr.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muḥammd ibn Ismā‘īl. 1422H. *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Sahīh*. Damascus: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dibasī, Dr. Amal Bint Ibrāhīm Ibn ‘Abdullah. N.D. *Bunūk Al-Ḥalīb wa Mawqifu al-Shariyah al-Islāmiyyah minhā*. Majallah Al-Jam’iyah Al-Fiqhiyah Al-Saūdiyah. Volume 26, 2015.

Al-Fairūzābādī. 1987. *Al-Qamūs al-Muḥīt*. Bairut : Mu'assasat al-Risālah.

Al-Jamrān, Āminah Bint Talāl. N.D. *Bunūk al-Ḥalīb*. Prospectus of the Faculty of Islamic and Arabic Studies (Female), Alexandria, Egypt. Volume 33, Part 8.

Al-Jawharī, Ismā’īl ibn Hammād. 1956. *Al-Siḥāḥ Taj al-Lugah wa Siḥāḥ al-‘Arabiyyah.* Qairo: Dār al-Ḥadīth.

Al-Mawsūa’ al-Fiqhiyyah. 1995. Kuwait: Wajārah Al-Awqāf wa Shu’ūn Al-Islāmiyah.

Al-Mutī‘ī, Muḥammad al-Najīb. ND. *Al-Majmu‘ Sharḥ al-Muhazzab*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Qadāl, Alī Muḥammad. 2011. *Bank al-Laban wa Asaruhū fī al-Taḥrīm*. Journal of Islamic Research and Sciences. Volume 2.

Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Abī al-ʿAlāʾ. 1914. *Al-Jakhīrah.* Ed. by Muḥammad Ḥajji. Beirut: Dār al-Garb Al-Islāmī.

Al-Qardhābī, Yusuf. 2000. *Bunūk Al-Ḥalīb in Fatāwā Mu’asirah.* Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī.

Al-Raṣṣā‘, Abū ‘Abdullah Muḥammd Al-Ansarī. 1993. *Sharḥ Ḥudūd Ibn ‘Arfah*. Beirut: Dār al-Garb Al-Islāmī.

Al-Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr. 1981. Mukhtār al-Ṣiḥāḥ. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi.

Al-Samarkandī, Abū Bakr ‘Alāuddīn. 1994. *Tuhfat al-Fuqah*ā. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.

Al-Sibāyī, Dr. Zuhair Aḥmad & Al-Bār, Dr. Muḥammad Alī. 1993. *Al-Ṭabib: Adabuhū Wa Fiqhuhū*. Damascus: Dār al-Qalam.

Al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Jamāl al-Dīn Ibrāhīm ibn ʿAlī ibn Yūsuf al-Fīrūzābādī. ND. *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al- Al-Shāfiʿī*. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.

Al-Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr.1953 (1374H). *Jāmiʿ al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān*. Egypt: Dār al-Ma’arif.

Bharadva, Ketan; Tiwari, Satish; Mishra, Sudhir; Mukhopadhyay, Kanya; Yadav, Balraj; Agarwal, RK and Kumar, Vishesh. 2014. *Human Milk Banking Guidelines*. Indian Pediatrics, June 2014.

Ghaly, Mohammed. 2012. *Milk Banks through the Lens of Muslim Scholars: One Text in Two Contexts*. Bioethics. Volume 26 (3), pp 117-127.

—. N.D. *Human Milk-Based Industry in the Muslim World: Religioethical Challenges.*

http://humanmilkscience.org/Data/Sites/1/media/2017-conference/Proceedings_Ghaly.pdf

Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Abū al-Fadl Aḥmad ibn Alī. 1379H. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma’rifah.

Ibn Ḥazm al-Zāhirī, Abū Muhammad Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd. N.D. *Al-Muhallā bi-al-Athār*. Bairut: Dār al-Fikr.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Aḥmad ibn Manzūr al-Ansārī. 1993. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm Ibn Nujaym. 1997. *Al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq*. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1997. *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār ‘Alam al-Kutub.

Mālik, Imām Mālik ibn Anas ibn Mālik al-Aṣbaḥī.1991. *Al-Muwatta (R. Imām Muḥammad)*. Damascus: Dār al-Qalam.

—. 1994. *Al-Mudawwanah*. Ed. Zakāria Umairat. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Saḥīḥ*. Beirut: Dār al-Fikr.

Umar, Aḥmad Mukhtār. 2008. *Mu’jam Al-Lugah al-Arabiyah al-Mu’āsirah*. Qairo: ‘Alam al-Kutub.